

মহান স্রষ্টা মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সফলতার চাবিকাঠি “দ্বীন” এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন। দ্বীনের পাঁচটি শাখা রয়েছেঃ ১ ঈমান, ২ ইবাদাত, ৩ লেনদেন, ৪ সামাজিকতা, ৫ আচার-আচরণ। আল্লাহর আদেশ ও নবীজী সাঃ এর নূরানী তরীকানুযায়ী উল্লেখিত শাখার উপর জীবন-যাপন করার নামই দ্বীন। এ দ্বীন আমাদেরকে তথা সমগ্র মানব জাতিকে মনুষ্যতা শিক্ষা দেয়। সত্য বলতে কি দ্বীন অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী একজন সঠিক মুসলমান, একজন সঠিক মানুষ এমন কি একজন উল্লেখযোগ্য নাগরিক বলেও বিবেচিত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এই দ্বীনের উপর চলে একজন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও ইহকাল ও পরকালে সফলতা পেতে পারে।

দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে আমল করার জন্য দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক, সেজন্য প্রত্যেকের জন্য দ্বীন শিক্ষা করা আবশ্যক, এছাড়া ঐ সমস্ত লোকেরা যারা স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য ধর্ম ব্যস্ততায় লিপ্ত আছে তাদের উচিত যে, তারা যেন নিজেদের সময়ের কিছু অংশ খালি করে এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং কমপক্ষে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদীর শিক্ষা অর্জন করার পূর্ণ চেষ্টা করে, যাতে নিজেদের জীবনকে ইসলামী নির্দেশনায় পরিচালনা করে সফল হতে পারে।

তার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর একটি গুরু দায়িত্ব হল তারা ঈমান ও ইসলামের মহান সম্পদকে মানুষের নিকট পৌঁছাবে, অজ্ঞ লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিবে, তাদেরকে কল্যাণ ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বাঁধা দিবে। আল্লাহ তায়ালায় যোমনা: তোমরা সেই উত্তম উম্মাত যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করতে থাক ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে থাক। [আলে ইমরায: ১১০]

এটা একটি বাস্তব সত্য যে, এ যুগে ইলম অর্জন করার একটি বিশেষ মাধ্যম হল কোর্স এবং কোর্সকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে পরিচালনার জন্য নেয়াম তথা শৃঙ্খলা অতি আবশ্যক। কোন কোর্সকে সফল এবং উপকারী বানানোর ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলার অনেক বড় হাত থাকে। কোর্স ও শৃঙ্খলার এই গুরুত্বকে সামনে রেখে শিশু, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন “দ্বীনীয়াত” নামে একটি কোর্স এবং তার জন্য একটি নেয়াম তথা শৃঙ্খলাকে সন্নিবেশীত করা হয়েছে। এই কোর্সটিকে পাঁচটি বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে: ১ কুরআন ২ হাদীস ৩ আকাইদ, মাসাইল ৪ ইসলামী তারবিয়াত ৫ ভাষা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর অধীনে কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়বস্তুর শুরুতে তার সংজ্ঞা ও তা পড়ার উপকারীতাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা এই বিষয়বস্তুটি বুঝে অগ্রহসিক্তে পড়তে পারে, অনুরূপভাবে শিক্ষকদের দিক নির্দেশনার খাতিরে প্রতিটি বিষয়বস্তুতে “শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা” দেওয়া হয়েছে, তদ্রূপ দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জিনিস সমূহ যেমন, নামায, শুরু থেকেই শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অনতিবিলম্বে তার উপর আমল হতে থাকে। কোর্সকে সম্মিলিতভাবে পড়ানোর নিয়ম রাখা হয়েছে, প্রতিটি সবককে মাস ও দিন হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, পিতা-মাতা, বিভাগ-প্রধান এবং জিম্মাদারদের সামনে একটা টার্গেট থাকে এবং প্রত্যেকে সে অনুযায়ী পরিশ্রম করে। এছাড়া পরিশেষে পরীক্ষা স্বরূপ প্রতি মাসের প্রশ্নাবলী, নামায ও হাজেরী চার্টও সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা আশাবাদী যে, এই নিয়ম-নীতিতে ছাত্র/ছাত্রীদের কম সময়ে ইনশাআল্লাহ বহু ফায়দা হবে। এবং সহজ সরল পদ্ধতিতে ইলমে-দ্বীন অর্জন করে তার উপর আমলও করতে পারবে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছাতে পারবে। মহান স্রষ্টা আমাদের এই মা’মুলী পরিশ্রমকে কবুল করুন ও আমাদের জন্য পরকালের পাথেয় বানান। (আ-মীন)



শিশু শ্রেণি

প্রথম শ্রেণি

দ্বিতীয় শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণি

চতুর্থ শ্রেণি

পঞ্চম শ্রেণি

—● স্কুলগামী বাচ্চাদের জন্য ৬ বছর মেয়াদী প্রাথমিক কোর্স —●

দ্বীনীয়াত প্রাথমিক কোর্স - প্রথম শ্রেণি

● কুরআন ● হাদীস ● আকাইদ, মাসাইল ● ইসলামী তারবিয়াত ● ভাষা

দ্বীনীয়াত প্রাথমিক কোর্স - প্রথম শ্রেণি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয ।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪, হযরত আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

دِينِيَاَت দীনিয়াত

প্রথম শ্রেণি

দীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস

আল নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা

ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০, ০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

www.Deeniyat.com

প্রকাশনায়

দীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস

আন নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা

ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০, ০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

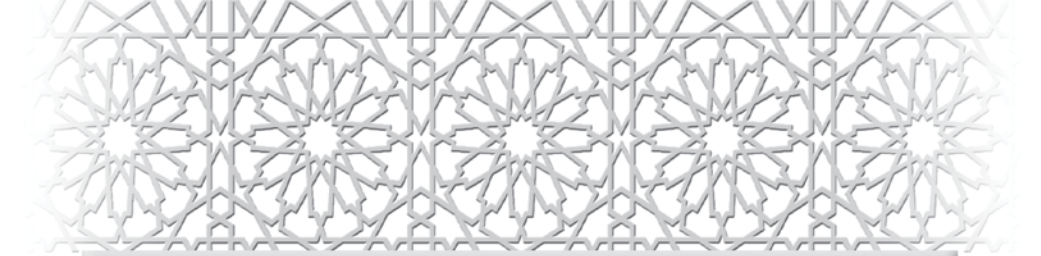
প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর-২০১১

ISBN : 978-984-93621-1-1

নির্ধারিত মূল্য

৮০ (আশি) টাকা মাত্র।



دینیات

দীনিয়াত

শিক্ষার্থীর নাম : -----

অভিভাবকের নাম : -----

বর্তমান ঠিকানা : -----

প্রতিষ্ঠানের নাম : -----

ব্যাচ নং : ----- সময় : -----

মোবাইল : -----

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির স্বভাবজাত ধর্ম। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনে এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে ইসলাম সঠিক নির্দেশনা দেয়নি। সুতরাং সফল মানব জীবন গঠনের জন্য ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। এজন্যই মানবতার শিক্ষক নবীয়ে আরাবি ﷺ ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ : ২২৪]

হাদিসে ইলমের গুরুত্বের সাথে সাথে ইলমে দীন অর্জনকারীর ফযীলতের কথাও এসেছে। যেমন : ইরশাদ হয়েছে - خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়।

[বুখারী : ৫০২৭, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেছেন-

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

অর্থ : তোমরা নিজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর এবং সাধারণ লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও।

[শু'আবুল ইমান : ১৭৪২, আবু বকর رضي الله عنه]

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াআল্লাহু আনহুম, পরবর্তী সময়ের উলামায়ে উম্মত এবং মহা মনীষীগণ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে আসমানী ইলমের এই ধারাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহা মূল্যবান আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

فَجَزَاهُمْ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

(আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের ও সকল মুসলমানের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন) আমীন ।

বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরিতাপ ও দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো যে, আজ আমাদের স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা বিলুপ্তির পথে । যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা । নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণে বর্তমান সমাজ ঢেকে যাচ্ছে অপরাধ আর অসামাজিক কার্যক্রমের কালো ছায়ায় । তরুণ সমাজের মাঝে এর ভয়াবহ পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে । ইসলামী মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চার অভাবে তরুণদের একটি শ্রেণী ধর্মীয় অনুভূতিশূন্য ও ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে গড়ে উঠছে । বরং নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার ধংসাত্মক পথে অগ্রসর হচ্ছে ।

বর্তমান সময়ের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুষ্ঠু মোকাবেলায় আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে । এদেশের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং ইসলামী চেতনা, মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে গড়ে তুলতে হবে ।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকর পন্থা হল, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা ও কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো । তাহলেই আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দীন ও ঈমান হেফাজত হবে, তারা আদর্শ নাগরিক হিসাবে ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ ।

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী মনীষীগণ দীর্ঘ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের

মৌলিক শিক্ষা ও সঠিক আদর্শ পৌছে দেয়ার লক্ষে তৈরী করেছেন “দ্বীনিয়াত কোর্স”। দ্বীনিয়াত কোর্সটি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সমাদৃত এবং ২০টি ভাষায় অনুদিত। কোর্সটি শ্রেণি হিসাবে দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় ক্লাসের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। এই কোর্সটি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, কুরআন শিক্ষা একাডেমী, কিভারগার্টেন ও প্রাইমারী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এদেশের প্রতিটি মসজিদ, স্কুল ও কিভারগার্টেনে দীনিয়াতের কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌছে দেয়া সম্ভব।

অন্ধকার এই সমাজের জন্য দীনিয়াত শিক্ষা কার্যক্রম হতে পারে আলোর বাতিঘর। আল্লাহ তা’আলা দীনিয়াতের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং ঈমানী ও জাতীয় স্বার্থে এই মূল্যবান কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

দীনীয়াত কোর্স পরিচিতি

দীনীয়াত কোর্সের বুনয়াদী বিষয় ৫ টিঃ

১ কুরআন

২ হাদীস

৩ আকাইদ
মাসাইল

৪ ইসলামী
তারবিয়াত

৫ আরবি
ভাষা

○ কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়

ঃ নূরানী কায়িদাহ্, নাযেরা কুরআন
কায়েদার অনুশীলনের সাথে হিফয সূরা।

○ হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়

ঃ দুআ - সুন্নাত, হাদীস হিফয।

○ আকাইদ, মাসাইল
সংক্রান্ত বিষয়

ঃ আকাইদ, নামায, আসমাউল হুস্না,
মাসাইল।

○ ইসলামী তারবিয়াত
সংশ্লিষ্ট বিষয়

ঃ ইসলামী জ্ঞান, বক্তৃতা ও দু'আ, সীরাত ও
সহজ দীন।

○ ভাষা সংশ্লিষ্ট বিষয়

ঃ আরবি।

সারা বছর দৈনিক পড়ানো
হবে এমন বিষয়সমূহ

ঃ নূরানী কায়েদা/ নাযেরা কুরআন
কায়েদা ও কুরআনের সাথে হিফয সূরা।

উল্লিখিত বিষয়সমূহের সাথে সাথে _____

প্রথম পাঁচ মাস পড়ানো হবে
এমন বিষয়সমূহ

ঃ দু'আ-সুন্নাত, আকাইদ, নামায, ইসলামী
জ্ঞান, বক্তৃতা, আরবি ভাষা।

দ্বিতীয় পাঁচ মাস পড়ানো হবে
এমন বিষয়সমূহ

ঃ হিফজুল হাদীস, আসমাউল হুস্না,
মাসাইল, সীরাত, সহজ দীন, আরবি ভাষা।

দীনিয়াত কোর্সের বৈশিষ্ট্য

- দীনিয়াত ১ম বর্ষের এই বইটি (স্কুল/কিন্ডারগার্টেনে পড়ানো হলে) এক বছর মেয়াদী সিলেবাস। পরবর্তীতে ক্লাস টু থেকে নিয়ে ফাইভ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে দীনিয়াত ২য় বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত পড়ানো হবে। শিক্ষার্থীরা স্কুলের অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি দৈনিক ১ ঘণ্টা করে দীনিয়াত ক্লাস করলে দীনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। (দীনিয়াত কোর্স যদি কোন মক্তব বা কুরআন শিক্ষা একাডেমীতে পড়ানো হয় তাহলে সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে সিলেবাস সম্পূর্ণ করা সম্ভব)
- দীনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দীনিয়াত সিলেবাসে প্রথম পাঁচ মাসে আনা হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিখে নিতে পারে।
- দীনিয়াত সিলেবাসের মধ্যে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা যেন প্রতিদিন নতুন কোন না কোন বিষয় শিখতে পারে। এতে শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে আগ্রহী হবে এবং অভিভাবকরাও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবেন। পাশাপাশি বছরের মাঝে শিক্ষার্থীদের মক্তব/স্কুল পরিহার করার প্রবণতাও অনেকটা নিয়ন্ত্রনে আসবে।
- দীনিয়াত কিতাবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে ‘শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা’ শিরোনামে ঐ অধ্যায় পড়ানোর নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে এবং সবকসমূহ বর্ণনা করার পূর্বে উক্ত বিষয়ের ‘মর্মার্থমূলক সংজ্ঞা’ এবং সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ‘উৎসাহ মূলক কথা’ দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা উক্ত বিষয়টি বুঝে আগ্রহের সাথে পড়তে পারে।

○ দীনীয়াতের প্রতিটি সবকের জন্য দিন ও মাস নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষকের সাথে সাথে অভিভাবকরাও জানতে পারেন যে, পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত দিনের কোর্স পূর্ণ হয়েছে কিনা। ফলে মনিটরিং ও নেগরানীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে এবং শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা জেনে তা দূর করাও সম্ভব হবে।

○ দীনীয়াত কিতাবের শুরুতে ১০টি ছকে মাসভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে এবং কিতাবের শেষে ১০টি ছকে মাসভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিমাসের নির্ধারিত পড়া উক্ত মাসেই শেষ করা সম্ভব হয় এবং মাস শেষে প্রশ্ন- উত্তরের মাধ্যমে সবক ভালভাবে আয়ত্ত হয়।

○ দীনীয়াত কোর্সের কয়েদার অংশটিকে নূরানী কয়েদার সাথে মিল রেখে কিছু প্রয়োজনীয় সংযোজনের মাধ্যমে কোর্সভূক্ত করা হয়েছে। সবকসমূহের শ্রেণি বিন্যাসে এদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, প্রতিটি আগত ও বিগত কয়েদার মাঝে যেন সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে, আর এ লক্ষ্যে কোথাও নূরানী কয়েদার সবকসমূহের তারতীবের রদবদল করা হয়েছে এবং কয়েদাসমূহ আসান পদ্ধতি ও সহজ ভাষায় পেশ করা হয়েছে।

○ দীনীয়াত সিলেবাসের প্রথম পাঁচ মাসের সবকের মধ্যেই উযু ও নামাযের দু'আ, মাসায়েল ও পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেন শিক্ষার্থীরা দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি শৈশব হতেই সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করতে অভ্যস্ত হয়।

○ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যদের সামনে দ্বীনের দাওয়াত সুন্দর ও সাবলীল ভাবে নির্দিধায় উপস্থাপন করার সাহস সৃষ্টির লক্ষ্যে দীনীয়াত কোর্সে ৫টি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও ৫টি কুরআনি দু'আ সংযুক্ত করা হয়েছে।

○ শৈশব থেকেই প্রিয় নবীজী ﷺ এর প্রতি ভালবাসা ও পূর্ণ আনুগত্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দীনীয়াত কোর্সে শিশুদের উপযোগী করে প্রশ্ন-উত্তর আকারে সীরাতের একটি অধ্যায় আনা হয়েছে।

○ শিক্ষার্থীদের দীনি তারবিয়াতের লক্ষ্যে “সহজ দ্বীন” নামে হিফজুল হাদীস অধ্যায়ে প্রদত্ত হাদীসসমূহকে সামনে রেখে সহজ পদ্ধতিতে কিছু উপদেশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বীনের ওপর চলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে তারা এটাও জানতে পারবে যে, ঈমান ও ইবাদত ছাড়া লেনদেন, সামাজিকতা ও আদব-আখলাকের বিষয়গুলোও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

○ ক্লাসকে আনন্দময় করার উদ্দেশ্যে হামদ নাত ও ইসলামি সংগীতের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং আল্লাহ ও প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রতিটি কিতাবের শুরুতে হামদ ও নাত আনা হয়েছে।

○ কোর্সের সকল ইলমী বিষয়কে নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে, উদ্ধৃতির জন্য “আল্ মাকতাবাতুশ্ শামিলা হতে সাহায্য নেয়া হয়েছে। অবশ্য যে সকল উদ্ধৃতি শামিলায় পাওয়া যায়নি সেগুলো মূদ্রিত কিতাবসমূহ হতে নেওয়া হয়েছে।

দীনিয়াত কোর্স পাঠদান পদ্ধতি

- যেহেতু এই কোর্সটি একটি বিশেষ পদ্ধতি ও নিয়মে রচনা করা হয়েছে সুতরাং উক্ত পদ্ধতি ও নিয়মের পূর্ণ অনুসরণ না করলে এই কোর্স হতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কোর্সটি পড়ানোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক।
- দীনিয়াত কোর্সে পড়ানোর জন্য দৈনিক এক ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বছরের শুরুতে দু-চারদিন শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে গোল করে বসাবেন। অতঃপর তাদের সামনে ইলমেদীন শিক্ষা করার গুরুত্ব ও ফযিলত, মসজিদ, মক্তব, ক্লাস, উস্তাদ ও কিতাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন। সাথে সাথে দীনিয়াত কিতাব পড়ার পদ্ধতি, কিতাবে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা এবং উক্ত বিষয়গুলো পড়ার ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মক্তব ও তার সিলেবাসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
- দীনিয়াতের পূর্ণ কোর্সটি শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে পড়াবেন। যার পদ্ধতি এই হবে যে, উস্তাদ শিক্ষার্থীদেরকে অল্প অল্প করে পড়াবেন, যেমন, উস্তাদ নিজে পড়বেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এরপর শিক্ষার্থীরা পড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এরপর পড়বেন رَبِّ الْعَالَمِينَ শিক্ষার্থীরা পড়বে رَبِّ الْعَالَمِينَ এভাবে অল্প অল্প করে পড়াতে থাকবেন। এই পদ্ধতিতে কয়েকবার মশিকের পর সহজেই সকল শিক্ষার্থীর সবক মুখস্থ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।
- মক্তবে দীনিয়াতের বর্ষ ও শিক্ষার্থীদের বয়স হিসাবে তাদের সুবিধা অনুযায়ী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি ব্যাচে সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী সংখ্যা থাকবে ১৫-২০ জন এবং প্রতিটি ব্যাচে আলাদাভাবে পূর্ণ ১ ঘণ্টা সময় ক্লাস করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষার্থী দীনিয়াত পড়ার জন্য প্রতিদিন ২ ঘণ্টা সময় দিবে, তাদেরকে দীনিয়াতের রুটিন অনুযায়ী ১ ঘণ্টা ক্লাস করানো হবে। পরবর্তী ১ ঘণ্টা নূরানী কায়দা/নাযেরা কুরআন ও সূরা হিফযের পিছনে ব্যয় করবে। এভাবে তাদেরকে দীনিয়াতের নির্ধারিত ২৩ টি সূরার পাশাপাশি ফযিলতের সূরাসমূহও মুখস্থ করানো সম্ভব হবে। ইনশাআল্লাহ।

- যদি একই সময়ে (এক ঘণ্টায়) একাধিক গ্রুপ থাকে (তাদের কারো সবক আগে ও কারো সবক পরে হয়) তবে প্রথমে একটি গ্রুপকে পড়াবেন, এরপর তাদের মধ্য হতেই কোন একজন শিক্ষার্থীকে বলবেন, আমি যেভাবে পড়িয়েছি সেভাবে পড়াও! সে সেভাবে নিজ সাথীদেরকে পড়াতে থাকবে এবং শিক্ষক নিজে অন্য গ্রুপকে পড়াতে থাকবেন। এভাবে পালাক্রমে প্রত্যেক গ্রুপকে তাদের সবক পড়িয়ে দিবেন।

- যদি একই সময়ে কয়েকটি গ্রুপ থাকে এবং সকল শিক্ষার্থীর সবক শোনা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিটি গ্রুপের সবক শোনার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন। প্রতিটি গ্রুপের এক জন করে শিক্ষার্থী প্রতিদিন অল্প অল্প করে এমনভাবে সবক শোনাতে যে, ঐ গ্রুপের সবাই তা শুনতে পায় এবং সবক শুনাতে গিয়ে ভুল হলে ওস্তাদ তা এমন ভাবে সংশোধন করবেন যে সকল শিক্ষার্থীর সামনে উক্ত ভুলটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

- যদি এক মাসের কোর্সের কোন বিষয় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, তবে তার অবশিষ্ট সময় অন্যান্য বিষয়ের জন্য ব্যয় করুন, যেন প্রত্যেক মাসের কোর্স সমস্ত বিষয়ে একই সাথে থাকে এবং কিতাবও একসাথেই শেষ হয়।

- কিতাবের প্রতিটি বিষয়ের শুরুতে যে পরিভাষা দেয়া হয়েছে, সেগুলো আভিধানিক অথবা ব্যবহারিক সংজ্ঞা নয়, বরং তা শুধুমাত্র মর্মার্থমূলক সংজ্ঞা বিশেষ, যেন শিক্ষার্থীদের সামনে উক্ত বিষয়ের পরিচিতি ভালভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং প্রত্যহ একটি বিষয় শেষ করে অন্য আরেকটি বিষয় শুরু করার সময় উক্ত বিষয়ের পরিভাষা অবশ্যই পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের থেকে শুনেন।

○ রিপিটের (সবক পুনরায় আদায়ের) দিনসমূহে উৎসাহমূলক কথার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব ও আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। উৎসাহমূলক কথার অধীনে আয়াত ও হাদীসসমূহ সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল করে দেওয়া হয়েছে এবং দু' চার বাক্যে সেগুলোর ব্যাখ্যাও করে দেয়া হয়েছে, সেগুলো শিক্ষার্থীদেরকে পড়ে শুনিতে দিন, আলাদাভাবে অতিরিক্ত ব্যাখ্যায় সময় একদম অপচয় করবেন না। উৎসাহমূলক কথা শুনানোর পর শিক্ষার্থীদেরকে দু'একটি প্রশ্ন করুন, যেন জানা যায় যে শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পেরেছে কি না। উদাহরণ স্বরূপ নূরানী কায়েদার উৎসাহমূলক কথা শোনানোর পর জিজ্ঞাসা করুন যে, কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে কয়টি করে নেকী পাওয়া যায়? ইত্যাদি।

○ দীনীয়াত কোর্সের প্রতিটি সবকের জন্য দিন ও মাস নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আর যেহেতু মাসে সাধারণত চার পাঁচদিন ছুটি থাকে, সেজন্য মোট পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন বেঁচে থাকে, তার মধ্য হতে বিশদিন সামনে সবক পড়ানোর জন্য এবং চার-পাঁচদিন রিপিট ও পিছনের পড়া শোনার জন্য নির্ধারণ করুন। মাসের শেষে চার-পাঁচদিন পুরো মাসের পড়া রিপিট করাবেন এবং বিগত মাসসমূহের সবকগুলোও তাতে রিপিট করিয়ে দিবেন।

○ দ্বিতীয় পাঁচ মাসের অধ্যায় গুলো পড়ানোর সময় রিপিটের দিনগুলোতে প্রথম পাঁচ মাসে পঠিত অধ্যায়গুলোও রিপিট করিয়ে দিন। যেমন, দু'আ সুন্নাতের রিপিট হিফজুল হাদীসের সাথে, আকাইদের রিপিট আসমাউল হুসনার সাথে এবং নামাযের রিপিট মাসাইলের সাথে করতে থাকুন।

○ দীনীয়াতের প্রতিটি সবকের জন্য দিন ও মাস নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত দিন ও মাসের মধ্যে সবক পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। সবকের দিন শেষ হওয়ার পর শেষে তারিখ লিখুন। স্বাক্ষরের ঘরে ছোট করে স্বাক্ষর করুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে আসতে বলুন।

○ অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের ছুটে যাওয়া সবকের দুর্বলতা এভাবে দূর করা যেতে পারে যে, যেই সবকে শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল, যদি তা পুনরায় আসার মত সবক হয়, তবে কিছুই করতে হবে না। আর যদি আসার মত না হয় এবং উক্ত সবকটি এমন হয় যে, তা বুঝা ছাড়া সামনের সবক বুঝাও সম্ভব নয়, তবে ঐ সবকটি আলাদাভাবে পড়িয়ে দিন অথবা কোন মেধাবী ছাত্রের দায়িত্বে দিয়ে দিন। আর যদি উক্ত সবকটি এমন হয় যে, সেটি বুঝা ছাড়াও সামনের সবক বুঝা আসবে, তখন তা রেখে দিন, যাতে ইজতেমায়ী তা'লিম বজায় থাকে এবং উক্ত ছুটে যাওয়া সবকটি রিপোর্টের দিনগুলোতে মুখস্থ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন।

○ কিতাবের শেষে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসের প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়েছে, সুতরাং যখন এক মাসের কোর্স পূর্ণ হয়ে যাবে তখন রিপোর্ট করানোর পর ঐ মাসের প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মাসিক পরীক্ষা নিন।

○ কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে পড়া এবং লাহনে জলী অর্থাৎ বড় ভুল থেকে বাঁচার জন্য আরবী হরফসমূহের মাখরাজ বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি। সুতরাং শিক্ষার্থীদের হরফের উচ্চারণ সহীহ করার ব্যাপারে বিশেষ মেহনত করুন। এক্ষেত্রে কায়দা ও নাযেরা কুরআনের পাশাপাশি হিফযে সূরা, মাসনুন দু'আ, হাদিস ও নামাযের দু'আসমূহ মুখস্থের সময়ও হরফ সমূহের মাখরাজ ঠিক করাতে থাকুন।

○ শৈশব থেকেই যেন শিক্ষার্থীরা নামাযে অভ্যস্ত হয় সেজন্য দীনীয়াত কিতাবের শেষে পৃথক পৃথকভাবে ১২ মাসের নামাযের চার্ট দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যদি নামায পড়ে থাকে, চাই তা জামাতের সাথে হোক অথবা জামাত ছাড়া, সময় মত পড়ুক অথবা কাযা সর্বাবস্থায় (✓) চিহ্ন লাগাবেন। আর যদি না পড়ে থাকে তাহলে নামাযের ঘরকে খালি রেখে দিন। নামাযের চার্টের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা এবং এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক হাজিরা চার্ট দেয়া হয়েছে। মাস শেষ হওয়ার পর উভয় চার্টে উস্তাদ নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের স্বাক্ষর আনাবেন।

দীনীয়াতের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কোর্স ও তার উদ্দেশ্য

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য দীনীয়াতের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কোর্স। যথা:-

১. Deeniyat primary course (দীনীয়াত প্রাথমিক কোর্স) এই কোর্সটি প্রাইমারী স্কুল ও কিভারগাটেনের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে। এই কোর্সটি প্রাইমারী স্কুল ও কিভারগাটেনের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হলে স্কুল শিক্ষার সাথে সাথে শিশু-কিশোররা বিগুদ কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি ২৩ টি সূরা, ৭টি কলেমা, ৩৮টি মাসনুন দু'আ, ১৩টি কর্মের সুন্নাত পদ্ধতি, অর্থসহ ৪০টি হাদিস, আল্লাহর ৯৯টি নাম মুখস্থ করতে পারবে।

তাছাড়াও ইসলামী মৌলিক আকীদা, নামাযের দু'আ ও পদ্ধতি, দৈনন্দিন জীবনের জরুরি মাসাইল, প্রিয় নবীজী ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইসলামী জ্ঞান ও শিষ্টাচার আরবী ভাষা ইত্যাদি শিখতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

২. দীনীয়াত প্রাইমারী কোর্স সম্পন্ন করার পর যারা দীন বিষয়ে আরো জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদের জন্য রয়েছে Deeniyat Secondary Course (দীনীয়াত মাধ্যমিক কোর্স) এই কোর্সটি সম্পন্ন করলে একজন শিক্ষার্থী স্কুল শিক্ষার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় মাসায়েল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জানাযার নামায, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন, এমনকি বয়ান ও খুতবাসহ জুমার নামায পড়াতেও সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ। এই কোর্সটি স্কুলে ধারাবাহিকভাবে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত দীন শিক্ষা সিলেবাস হিসাবে রাখা যেতে পারে।

৩. মাধ্যমিক কোর্স সম্পন্ন করার পর কলেজগামী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে Deeniyat Advance Course (দীনীয়াত এডভান্স কোর্স)। এই কোর্সটি সম্পন্ন করলে উপরোক্ত যোগ্যতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদিস, ইসলামী আকায়েদ ও মাসায়েল, আরবী সাহিত্য এবং ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। এই সমস্ত কোর্সের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মুসলিম শিশু যেন তার শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিত অল্প সময় হলেও দ্বিনি ইলম অর্জনে সময় ব্যয় করে। দীনীয়াতের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম দীন ও ঈমানের ওপর টিকে থাকবে। নিজেদেরকে আদর্শ মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে। যেখানেই সে বিচরণ করুক না কেন ইসলাম ও নববী আদর্শ নিয়েই বিচরণ করবে।

তার আদর্শে অন্যরা মুগ্ধ হবে এবং সমাজ আলোকিত হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা দীনীয়াতের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন, (আমীন)।

সময়সূচী

প্রথম পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হবে

সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নূরানী কায়েদা] [হিফযে সূরা] (পৃঃ ৩৩) (পৃঃ ৭১)	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[দু'আ] [সুনাত] (পৃঃ ৭৭)	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আকাইদ] [নামায] (পৃঃ ৮৭) (পৃঃ ৯১)	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[ইসলামী জ্ঞান] [বক্তৃতা ও দু'আ] (পৃঃ ১১৩) (পৃঃ ১১৮)	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবী] (পৃঃ ১৩১)	৫ মিনিট

২য় পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হবে

সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নূরানী কায়েদা] [হিফযে সূরা] (পৃঃ ৩৩) (পৃঃ ৭১)	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[হিফযে হাদীস] (পৃঃ ৮৪)	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আসমাউল হুসনা] [মাসাইল] (পৃঃ ১০৪) (পৃঃ ১০৮)	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[সীরাত] [সহজ দীন] (পৃঃ ১২০) (পৃঃ ১২৬)	৫ মিনিট
৫-ভাষা	আরবি (পৃঃ ১৩১)	৫ মিনিট

বি. দ্র. : উপরে উল্লিখিত বিষয় সমূহের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন অনুপাতে তাতে কম-বেশী করা যেতে পারে।

দীনীয়াত কোর্সের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী

সূচনা	হামদ ও না'ত	৫টি হামদ ও ৫টি না'ত ।
কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	হরফ থেকে শুরু করে নাযেরার মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ কুরআন খতম ।
	হিফযে সূরাহ	তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা, সূরা দোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ২৩ টি সূরা এবং আয়াতুল কুরসী ও সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ করণ
হাদীস	দু'আ সুন্নাহ	৩৮টি মাসনুন দু'আ এবং ১৩টি কর্মের সুন্নাত মুখস্থকরণ । যেমন:- পানাহার নিন্দা, ঘর, মসজিদ এবং বাইতুল খালা (বাথরুম) গমন ও প্রস্থান ইত্যাদি ।
	হিফযে হাদীস	ইসলামের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শাখাঃ ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস অর্ধসহ মুখস্থকরণ ।
আক্বাইদ, মাসাইল	আকাইদ	অর্থ সহ ৭টি কালিমা মুখস্থ করানোর পাশাপাশি দীনের ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পাঠদান যেগুলোর ওপর একজন মুসলমানের বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য ।
	নামায	পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তার দু'আসমূহ মুখস্থকরণ এবং অতিরিক্ত ছয়টি নামায পড়া ও পড়ানোর পদ্ধতি শিখানো, যেমন : বিতিরের নামায, জুমআর নামায, ঈদের নামায, অসুস্থব্যক্তির নামায, মুসাফিরের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি ।
	আসমাউল হুসনা	আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি গুণবাচক নাম ।
	মাসাইল	পবিত্রতা ও নামাযের জরুরী মাসায়েল শিক্ষাদান । যেমন: উযু, গোসল, নামাযের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ মুখস্থকরণ এবং পাশাপাশি রোযা, হজ্ব ও যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান ।
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ১১০ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	৫ টি বক্তৃতা ও ৫ টি কুরআনী দু'আ মুখস্থকরণ ।
	সীরাত	আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন (হযরত আবু বকর রাঃ , হযরত উমর রাঃ , হযরত উসমান রাঃ ও হযরত আলী রাঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
	সহজ দীন	বাচ্চাদের দীনী তারবিয়াতকে সামনে রেখে ইসলামের ৫টি প্রসিদ্ধ শাখা ঈমান ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার আচরণ সংক্রান্ত ৪০টি সবক ।
তাযাব্বুহ	আরবি	আরবি গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তুসমূহের নাম, ইসলামী দিন ও মাসসমূহ এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম ।

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

প্রথম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ : নোজা, পৃথক বর্ণের পূর্ণ পাঠ। পৃ. ৩৪-৩৫
	হিফযে সূরা : তাআওউয এবং তাসমিয়া। পৃ. ৭২
হাদীস	দু'আ-সুন্নাহ : খাওয়ার পূর্বের দু'আ, প্রথমে দু'আ পড়া ভুলে গেলে এই দু'আ পড়বে, খাওয়ার শেষের দু'আ। পৃ. ৭৮
আকাইদ	আকাইদ : কালেমায়ে তাইয়িবা অর্থসহ। পৃ. ৮৮
	নামায : কালেমায়ে নামায, তাকবীরে তাহরিমা, রুকুর তাসবীহ, তাসমী। পৃ. ৯২
ইসলামি জ্ঞান	ইসলামি জ্ঞান : ইসলাম এবং ইসলামী বক্তিবর্গ সম্পর্কে ৪টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১১৪
	বক্ততা ও দু'আ : একটি বক্ততা, একটি দু'আ। পৃ. ১১৯
ভাষা	আরবি : গণনা, বিবিধ। পৃ. ১৩২

দ্বিতীয় মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ : বর্ণপরিচয় আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত। পৃ. ৩৬-৪৪
	হিফযে সূরা : সূরায়ে ফাতেহা। পৃ. ৭২
হাদীস	দু'আ-সুন্নাহ : খাওয়ার সুন্নাহসমূহ। পৃ. ৭৯
আকাইদ	আকাইদ : কালেমায়ে তাইয়িবা অর্থসহ। পৃ. ৮৮
	নামায : কালেমায়ে নামায, তাহমীদ, সাজদার তাসবিহ, সালাম। পৃ. ৯৩
ইসলামি জ্ঞান	ইসলাম এবং ইসলামী বক্তিবর্গ সম্পর্কে ৪ টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১১৫
	বক্ততা ও দু'আ : একটি বক্ততা, একটি দু'আ। পৃ. ১১৯
ভাষা	আরবি : বিবিধ, খাবার ও পানাহারের নাম। পৃ. ১৩৩

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

তৃতীয় মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : যুক্তাক্ষরের পরিচয়, যুক্তাক্ষরের অনুশীলন, সংযুক্ত বর্ণমালার মশক। পৃ. ৪৫
	হিফযে সূরা : সূরায়ে ফাতেহা। পৃ. ৭২
হাদীস	দু'আ-সুন্নাহ : পানি পান করার সুন্নাতসমূহ, ঘুমানোর পূর্বের দু'আ ঘুম থেকে জেগে উঠার পর দু'আ। পৃ. ৮০-৮১
আক্বাইদ নামায	আক্বাইদ : কালেমায়ে শাহাদাত অর্থসহ। পৃ. ৮৮
	নামায : নামাযের কালেমাসমূহ, ছানা। পৃ. ৯৩
ইসলামি জ্ঞান	ইসলামি জ্ঞান : ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৪ টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১১৬
	বক্তৃতা ও দু'আ : একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ। পৃ. ১১৯
ভাষা	আরবি : বিবিধ। পৃ. ১৩৭

চতুর্থ মাসের সবকসমূহ

কুরআন	প্রথমে, মাঝখানে ও শেষে যুক্তাক্ষর হওয়ার মশক, হারাকাতের নূরানী কায়দাহ্ : বর্ণনা, যবর, যবর যুক্ত দুই অক্ষরের মশক, যবর যুক্ত তিন অক্ষরের মশক, যের, যের যুক্ত দুই অক্ষরের মশক। পৃ. ৪৮
	হিফযে সূরা : সূরায়ে লাহাব। পৃ. ৭৩
হাদীস	দু'আ-সুন্নাত : বাথরুম প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দু'আ। পৃ. ৮১-৮২
আক্বাইদ নামায	আক্বাইদ : কালেমায়ে শাহাদাত অর্থসহ। পৃ. ৮৮
	নামায : নামাযের কালেমাসমূহ, তাশাহহুদ। পৃ. ৯৩
ইসলামি জ্ঞান	ইসলামি জ্ঞান : ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৪ টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১১৭
	বক্তৃতা ও দু'আ : একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ। পৃ. ১১৯
ভাষা	আরবি : বিবিধ। পৃ. ১৩৮

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

পঞ্চম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ :	যেরযুক্ত তিন অক্ষরের মশক, পেশ, পেশযুক্ত দুই অক্ষরের মশক, পেশযুক্ত তিন অক্ষরের মশক। পৃ. ৫২
	হিফযে সূরা :	সূরায়ে লাহাব, সূরায়ে ইখলাস। পৃ. ৭৩
হাদীস	দু'আ-সুন্নাহ :	বাইতুল খালা (বাথরুম) হতে বের হয়ে পড়ার দু'আ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনুন বাক্যসমূহ। পৃ. ৮২-৮৩
আকাইদ মাসায়েল	আকাইদ :	কালেমায়ে শাহাদাত অর্থসহ। পৃ. ৮৮
	নামায :	নামাযের কালেমাসমূহ, তাশাহহুদ। পৃ. ৯৩
দী ইসলাম তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান :	ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৪ টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১১৭
	বক্তৃতা ও দু'আ :	একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ। পৃ. ১১৯
ভাষা	আরবি :	বিবিধ। পৃ. ১৩৯

ষষ্ঠ মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্ :	তিন প্রকার হারাকাতের মশক, সাকিন (জযমের) বর্ণনা নূরানী ক্বায়েদাহ্ : যবরসহ সাকিনের উদাহরণ, পেশসহ সাকিনের উদাহরণ যেরসহ সাকিনের উদাহরণ। পৃ. ৫৬-৫৭
	হিফযে সূরা :	সূরায়ে ফালাক। পৃ. ৭৪
হাদীস	হিফযে হাদীস :	হাদীস নং-১ ঈমান সম্পর্কিত। পৃ. ৮৫
আকাইদ মাসায়েল	আসমাউল হুসনা :	আসমায়ে হুসনা ১,২,৩। পৃ. ১১০
	মাসাইল :	গোসলের ফরযসমূহ। পৃ. ১১০
দী ইসলাম তারবিয়াত	সীরাত :	আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৪টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১২১
	সহজ দ্বীন :	ঈমান সম্পর্কিত ১ টি সবক। পৃ. ১২৮
ভাষা	আরবি :	রিপিট। পৃ. ১৩২

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

সপ্তম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : তিন প্রকার হারাকাতসহ সাকীনের মশক, সাকিনযুক্ত হামযাহ্ বর্ণনা, মদ্বের হরফের বর্ণনা, আলিফ ও ইয়া মাদ্দাহ। পৃ. ৫৬
	হিফযে সূরা : সূরায়ে নাস। পৃ. ৭৪
হাদীস	হিফযে হাদীস : হাদীস নং-২ ইবাদাত সম্পর্কিত। পৃ. ৮৫
আসমাউল হুসনা মাসাইল	আসমাউল হুসনা : আসমাউল হুসনা ৪,৫,৬। পৃ. ১০৫
	মাসাইল : উযূর ফরযসমূহ। পৃ. ১১০
সীরাত সহজ দ্বীন	সীরাত : আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৪টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১২২
	সহজ দ্বীন : ইবাদাত সম্পর্কিত ১ টি সবক। পৃ. ১২৯
ভাষা	আরবি : রিপিট। পৃ. ১৩৭

অষ্টম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : ইয়া ও ওয়াও মাদ্দাহ, সবধরনের মশক, খাড়া যবর। পৃ. ৫৯
	হিফযে সূরা : তাআওউয, তাসমিয়াহ্ এবং সূরায়ে ফাতেহার রিপিট। পৃ. ৭৫
হাদীস	হিফযে হাদীস : হাদীস নং-৩ লেনদেন সম্পর্কিত। পৃ. ৮৫
আসমাউল হুসনা মাসাইল	আসমাউল হুসনা : আসমাউল হুসনা ৭,৮,৯। পৃ. ১০৬
	মাসাইল : পাঁচ ওয়াজ্ব নামায ও তার রাকাত সংখ্যা। পৃ. ১১১
সীরাত সহজ দ্বীন	সীরাত : আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৩ টি প্রশ্নোত্তর। পৃ. ১২৩
	সহজ দ্বীন : লেনদেন সম্পর্কিত ১ টি সবক। পৃ. ১২৯
ভাষা	আরবি : রিপিট। পৃ. ১৩৮

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

নবম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : খাড়া যের, উল্টা পেশ, হুরুফে লীন, ওয়াও লীন ও ইয়ায়ে লীনের বর্ণনা । পৃ. ৬১
	হিফযে সূরা : সূরায়ে লাহাব এবং সূরায়ে ইখলাসের রিপিট পৃ. ৭৩
হাদীস	হিফযে হাদীস : হাদীস নং ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত পৃ. ৮৬
আসমাউল হুসনা মাসাইল	আসমাউল হুসনা : আসমাউল হুসনা ১০,১১,১২ । পৃ. ১০৬
	মাসাইল : পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তার রাকাত সংখ্যা । পৃ. ১১১
সীরাত সহজ দিন	সীরাত : আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৪টি প্রশ্নোত্তর । পৃ. ১২৪
	সহজ দিন : সামাজিকতা সম্পর্কিত ১ টি সবক । পৃ. ১৩০
ভাষা	আরবি : রিপিট । পৃ. ১৩৯

দশম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : হুরুফে মাদ্দাহ্ ও হুরুফে লীনের মশক, তান্বীনের বর্ণনা, নূন সাকিনের বর্ণনা । পৃ. ৬৭-৬৮
	হিফযে সূরা : সূরায়ে ফালাক্ব ও সূরায়ে নাসের রিপিট । পৃ. ৭৪
হাদীস	হিফযে হাদীস : হাদীস নং-৫ আচার-আচরণ সম্পর্কিত । পৃ. ৮৬
আসমাউল হুসনা মাসাইল	আসমাউল হুসনা : আসমাউল হুসনা ১৩,১৪,১৫ পৃ. ১০৭
	মাসাইল : নামাযের শর্তসমূহ । পৃ. ১১২
সীরাত সহজ দিন	সীরাত : আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৪টি প্রশ্নোত্তর । পৃ. ১২৫
	সহজ দিন : আচার-আচরণ সম্পর্কিত ১ টি সবক । পৃ. ১৩১
ভাষা	আরবি : রিপিট । পৃ. ১৩৯

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিকতা	
হাম্দ ও নাত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৭
হাম্দ ও নাত পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	২৭
হাম্দ	২৮
নাত	২৯
১-কুরআন	
নূরানী ক্বায়েদা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৩০
মাখারিজের হুরূফ	৩১
নূরানী ক্বায়েদা-পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৩৩
নোক্তা	৩৪
পৃথক বর্ণের পূর্ণ পাঠ	৩৫
বর্ণ পরিচয়	৩৬
সংযুক্ত বর্ণমালার আকৃতি	৪৫
হারাকাতের বর্ণনা	৪৯
সাকিন বা জযমের বর্ণনা	৫৪
হামযাহ্ সাকিনের বর্ণনা	৫৭

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হুরূফে মাদ্দার বর্ণনা	৫৭
খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ এর বর্ণনা	৬১
হুরূফে লীনের বর্ণনা	৬৫
তানবীনের বর্ণনা	৬৮
নূন সাকিনের বর্ণনা	৭০
হিফযে সূরা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭১
হিফযে সূরা-পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৭১
তা'আওউয্	৭২
তাস্মিয়া	৭২
সূরায়ে ফাতিহা	৭২
সূরায়ে লাহাব	৭৩
সূরায়ে ইখলাস	৭৩
সূরায়ে ফালাক	৭৪
সূরায়ে নাস	৭৪
২-হাদীস	
দু'আ, সুন্নাত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭৬

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
দু'আ, সুন্নাত- পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৭৭
খাওয়ার পূর্বের দু'আ	৭৮
প্রথমে দু'আ পড়া ভুলে গেলে.....	৭৮
খাওয়ার পরের দু'আ	৭৮
খাওয়ার সুন্নাতসমূহ	৭৯
পানি পান করার সুন্নাত	৮০
দুধ পান করার দু'আ	৮০
শোয়ার পূর্বের দু'আ	৮০
ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরের দু'আ	৮১
বাইতুল খালায় (বাথরুম) প্রবেশের পূর্বের দু'আ	৮১
বাইতুল খালা (বাথরুম) থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ	৮২
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনুন দু'আ	৮২
হিফযে হাদীস শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৪
হিফযে হাদীস, পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৮৪
হাদীস নং(১) ঈমান সম্পর্কিত	৮৫
হাদীস নং (২) ইবাদাত সম্পর্কিত	৮৫
হাদীস নং(৩) লেনদেন সম্পর্কিত	৮৫

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং(৪) সামাজিকতা সম্পর্কিত	৮৬
হাদীস নং (৫) আচার-আচরণ সম্পর্কিত	৮৬
৩-আকাইদ-মাসাইল	
আকাইদ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৭
আকাইদ-পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৮৭
কালিমায়ে তাইয়্যিবা	৮৮
কালিমায়ে শাহাদাত	৮৮
নামায শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৯
নামায- পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৯১
নামাযের কালিমাসমূহ	৯২
ছানা	৯৩
তাশাহুদ	৯৩
উযু করার পদ্ধতি	৯৪
নামাযের সুন্নাত পদ্ধতি	৯৫
মহিলাদের নামাযের পার্থক্য	১০০
নামাযের পদ্ধতি	১০১

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আসমাউল হুসনা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১০৪
আসমাউল হুসনা পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১০৪
১৫ টি আসমাউল হুসনা	১০৫
মাসাইল শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১০৮
মাসাইল- পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১০৯
গোসলের ফরযসমূহ	১১০
উযুর ফরযসমূহ	১১০
পাঁচ ওয়াক্ত নামায	১১১
নামাযের শর্তসমূহ	১১২
৪-ইসলামী তারবিয়াত	
ইসলামী জ্ঞান শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১১৩
ইসলামী জ্ঞান: পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১১৩
প্রশ্নোত্তর	১১৪
বক্তৃতা ও দু'আ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১১৮
বক্তৃতা ও দু'আ- পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১১৮
দ্বীনের গুরুত্ব	১১৯

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
দু'আ	১১৯
সীরাত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১২০
সীরাত- পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১২০
প্রশ্নোত্তর	১২১
সহজ দ্বীন শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১২৬
সহজ দ্বীন- পরিভাষা, উপদেশমূলক কথা	১২৭
ঈমান সম্পর্কিত সবক	১২৮
ইবাদাত সম্পর্কিত সবক	১২৯
লেনদেন সম্পর্কিত সবক	১২৯
সামাজিকতা সম্পর্কিত সবক	১৩০
আচার-আচরণ সম্পর্কিত সবক	১৩০
৫-ভাষা	
আরবি শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১৩১
আরবি- পরিভাষা, উপদেশমূলক কথা	১৩১
সংখ্যা	১৩২
বিবিধ বিষয়	১৩৪

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য	১৩৬
১ম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪০
২য় মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪০
৩য় মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪১
৪র্থ মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪১
৫ম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪২
৬ষ্ঠ মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪২
৭ম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪৩
৮ম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪৩
৯ম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪৪
১০ম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৪৪
১২ মাসের নামাযের ছক	১৪৫
মাসিক উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি তালিকা	১৪৯

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা



সূচনা

[হামদ] [না'ত]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এই শিরোনামের অধীনে একটি হামদ এবং একটি না'ত দেওয়া হয়েছে। ক্লাসের সূচনালগ্নে শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে হামদ-না'ত পড়াবেন। একদিন হামদ পড়াবেন এবং দ্বিতীয় দিন না'ত।

প্রথমাবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিজে পড়াবেন, তারপর মুখস্থ হয়ে গেলে তাদের মধ্য হতে কোন একজনকে দিয়ে পড়াবেন। এগুলো আলাদাভাবে মুখস্থ করানোর প্রয়োজন নেই, প্রত্যহ নিয়মিত পড়াতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো বাচ্চাদের স্মৃতিপটে গেঁথে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হামদ : ছন্দাকারে আল্লাহর প্রশংসা করাকে হামদ বলে।

না'ত : যে সমস্ত ছন্দে প্রিয় নবীজী ﷺ-এর প্রশংসা বর্ণিত থাকে, তাকে না'ত বলে।

হামদ-না'ত শোনা ও বলার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা ও নবীজী ﷺ এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়, এজন্য আমাদের হামদ-না'ত চর্চা করা উচিত, যেন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার কথা মানুষের সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারি।

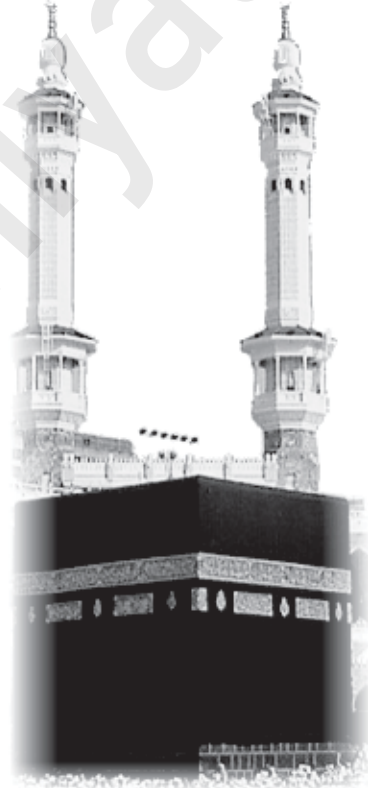


এসো এসো মাথাটা ঝুকিয়ে

এসো এসো মাথাটা ঝুকিয়ে
গেয়ে আল্লাহর গুণ গেয়ে ।
বানালেন যিনি, দুনিয়া তামামই
করলেন আবাদ তোমায় দিয়ে ।
যাও যাও তার গুণ-গান গেয়ে ।

তুমি আকাশ চিরে দিলে পানির ধারা
বৃক্ষ থেকে বানালে অগ্নি ঝরা
চন্দ্র তারকা রেখে আকাশে ঠাঁয়
দিলে এ পৃথিবীটা সাজিয়ে ।
যাওযাও তার গুণ-গান গেয়ে ।

ফুলে ফলে ভরে দিলে এই সাহারা
অন্তরে দিলে ভরে ঈমানের ধারা
করলে রহম, তুমি করলে করম
তবু কেন! ভাবনা হুদয়ে ।
যাও তার গুণ-গান গেয়ে ।





সূচনা [না'ত]

আল্লাহ্ প্রেমাস্পদ

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমাস্পদ
মোদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ
নূরের মিনারা মোদের পেয়ারা
লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ।

ঈমানের আলো দিলে মোদের হৃদয়ে
জান্নাতের ঠিকানাটা দিয়েছ বলে ।
শিখিয়ে দিলে রব আল্লাহ্
লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ।

ডাকলে যখন আল্লাহর বান্দারে
মারলো পাথর মাথে কাফের-নফেরে ।
ঝরল রক্ত-ধারা ফাটল বদন
তবুও বললে ক্ষমা দাও আল্লাহ্
লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ।

গায়ে মোটা সুতি-জামা মাথায় আমামা
খেজুর পাতায় বোনা চাটাই বিছানা
জীর্ণ কাঁচা কুঠিরে কাটায়ে জীবন
শিখালে আসল ঠিকানা তো আল্লাহ্
লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ।



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ا ب ت ث ج د ه ز ح ط ي ر ش ص ع ض

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দ্বীনীয়াত ১ম বর্ষে নূরানী কায়দার কোর্সে মোট ৮টি অধ্যায় আনা হয়েছে, অবশিষ্ট অধ্যায়গুলো ২য় বর্ষে পড়ানো হবে। শিক্ষার্থীদেরকে কায়দা সমবেতভাবে পড়াবেন এবং পড়ানোর সময় ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন।

সবক পড়ানোর পর শিক্ষার্থীদের থেকে সবক শুনবেন। সাধারণ মশ্ক এভাবে করাবেন, যেন বিগত সবকসমূহের রিপিটও হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদেরকে আরবি অক্ষরসমূহের মাখরাজ বুঝানোর জন্য “মাখারিজের হুরুফ” এর সাহায্য নিবেন।

প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে বর্ণিত তাজবীদের বর্ণনাগুলো যদি শিক্ষার্থীরা সহজভাবে বুঝে মুখস্থ করে নিতে পারে, তবে তো খুবই ভাল কথা। নতুবা মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী চাপ সৃষ্টি করার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, প্রতিটি অধ্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ, মাখরাজ, ও তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াবেন।

মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) এর বর্ণনা

যে কোন বর্ণের মাখরাজ (উচ্চারণ স্থান) জানার সহজ নিয়ম হল, বর্ণকে সাকিন করে তার প্রথমে একটা হামযাহ্ লাগিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে, আওয়াজ কোথায় গিয়ে থামছে, যেখানে থামবে ঐ অংশটা সেই অক্ষরের মাখরাজ হবে। যেমন:

أَبْ. اُتْ. أُتْ.

بَا، بُ، بِي: মুখের ভিতরের খালি অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: (ا) (و) (ی):

৫৬ : কণ্ঠনালীর বকের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: أَءِ

২৬ : কণ্ঠনালীর মাঝখান হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: أُحْ.

ⒺⒻ : কণ্ঠনালীর মুখের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: أُغْخُ

(ক) : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: **قُرْ**

৷ : জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়, যেমন: ٱ

(ج) (ش) (ی غیر مدہ) : जिह्वा मावाखान एबं तार बराबर उपरर तालुर साथे
 लागिये उच्चारित हय, येमन: اُج, اُش, اُی

(খ) : জিহ্বার কিনারা এবং তার বরাবর উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُضْ

১ : জিহ্বার আগার কিনারা এবং সামনের উপরের আটটি দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: ٱ

৩ : জিহ্বার আগা এবং উপরের সামনের একটি ধারালো দাঁত থেকে নিয়ে অন্য ধারালো দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَلُ

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ا ب ت ث ج د ه ز ح ط ظ ع ف

নূরানী কায়দাহ্

ر : জিহ্বার আগার পিঠ এবং সামনের উপরের চার দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: رُ

ط د ت : জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُط, اُد, اُت

ظ ذ ث : জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের চার দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُظ, اُد, اُث

ز س ص : জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُز, اُس, اُص

ف : নীচের ঠোঁটের ভিজে অংশ উপরের দুটি দাঁতের কিনারার সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُف

ب : দুই ঠোঁটের ভিজে অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُب

م : দুই ঠোঁটের শুষ্ক অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُم

و غیره : দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُو

বিঃ দ্রঃ ● এই বর্ণগুলো সর্বদা পুর উচ্চারণ হয়: خ, ص, ض, غ, ط, ق, ظ

● এই বর্ণগুলোর উচ্চারণের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে, পরিস্কারভাবে একে অপরের আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়।

ع, ث, س, ص, ط, ت, ذ, ظ, د, ض, ظ, ق, ك, ح, ه

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

কায়দাহ : কুরআন পড়ার নিয়মনীতি বর্ণনা করাকে “ক্বায়দাহ” বলে ।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয় ।

[বুখারী: ৫০২৭, উসমান রাঃ]

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ল, তার জন্য একটি নেকী, আর একটি নেকীর সওয়াব ও প্রতিদান দশ নেকী সমতুল্য ॥ [তিরমিযী: ২৯১০, আব্দুল্লাহ বিন মাসউ রাঃ]

কুরআনে কারীম আল্লাহ তা‘আলার কিতাব । তা শিক্ষা করা, পাঠ করা এবং তার উপর আ‘মল করা অনেক বড় ইবাদত এবং সওয়াবের কাজ । কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় । জীবনের সর্বক্ষেত্রে বরকত ও উন্নতি লাভ হয় । যারা কুরআন শিখবে, বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করবে এবং কুরআনের উপর আমল করবে, কিয়ামতের দিন এই কুরআন তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে । এজন্যই আমরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখব এবং কুরআনের উপর আমল করব, ইনশাআল্লাহ ।



১-কুরআন

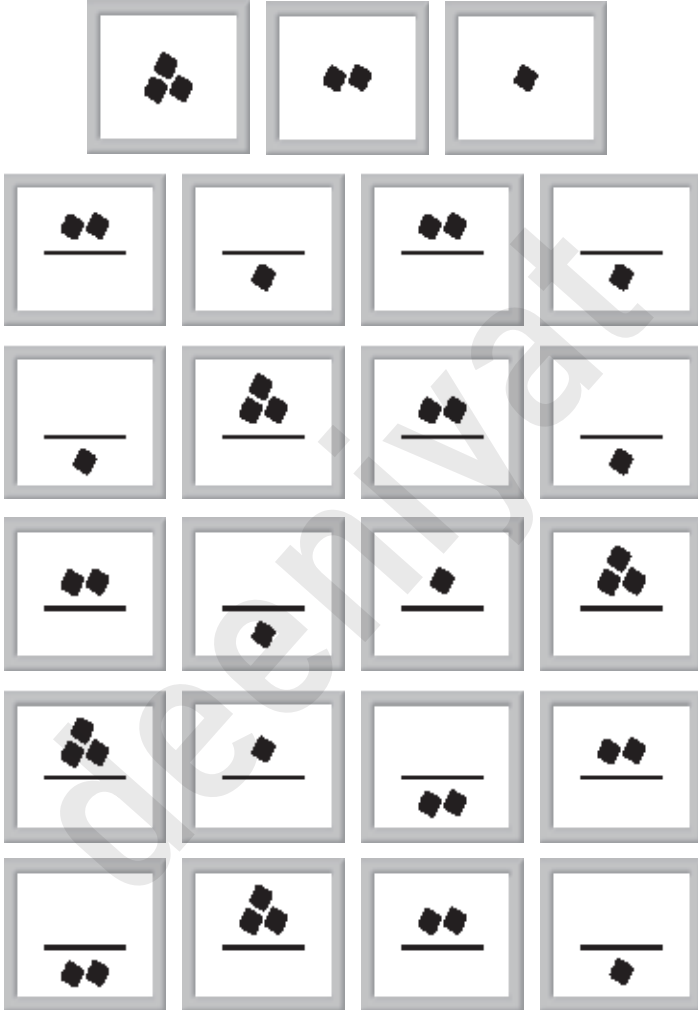
[নূরানী কায়দাহ্]



নূরানী কায়দাহ্

অধ্যায় - ১ সবক : ১

নোক্তা পরিচয়



১ প্রথম মাসে ২ দিন পড়াবেন

ا ب ت ث خ
ج د ح س
ر ش ص
ع ض

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]



সবক : ২ আরবী বর্ণমালার পরিচয়

নূরানী কায়দাহ্

ا	ب	ت	ث	ج
ح	خ	د	ذ	ر
ز	س	ش	ص	ض
ط	ظ	ع	غ	ف
ق	ك	ل	م	ن
و	ه	ء	ى	

১	প্রথম মাসে	১৮	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	----	-------------	-------	-------------------	--------------------------

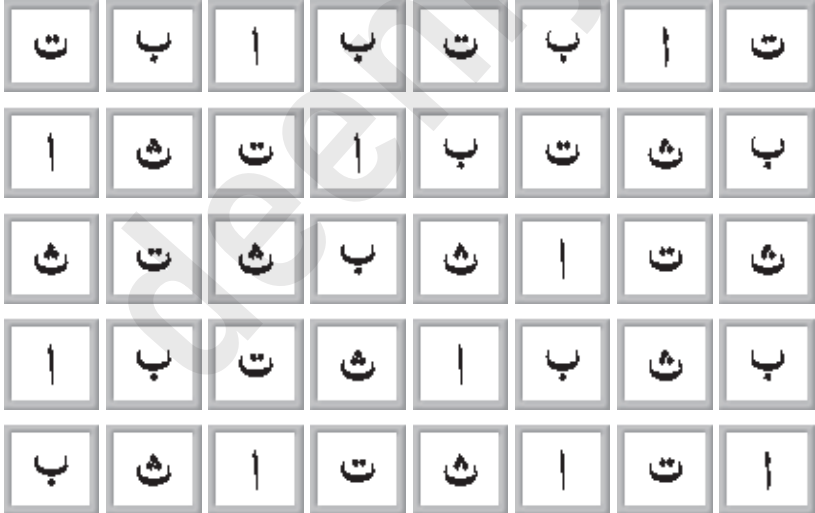
১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

সবক : ৩

বর্গ পরিচয়

নূরানী কায়দাহ্



২ দ্বিতীয় মাসে ২ দিন পড়বেন

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

সবক : ৪

নূরানী কায়দাহ্

ا ب ت ث

خ ح ج

ح ج خ ح خ ح
ج خ ح ج ح خ

ث	ت	ح	ب	خ	ث	ت	ا
ج	ث	ت	ح	ا	ث	خ	ب
خ	ت	ح	ت	ث	خ	ج	ا
ا	ب	ت	ث	ا	ب	ث	ب

২ দ্বিতীয় মাসে ২ দিন পড়বেন



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]



সবক : ৫

নূরানী কায়দাহ্

ا ب ت ث ج ح خ

د ذ ر ز

ذ ر ز ذ ر ز
ذ ر د ز ذ ر

ت خ ث ج ب ر ت ا
ب ت ا خ ذ د ح ث
ز ح ذ ج د ز ر ت
ب ث ا ح ت ث ج

২ দ্বিতীয় মাসে ২ দিন পড়াবেন



১-কুরআন

[নূরানী কায়োদাহ্]

সবক : ৭

ظ غ ط
ظ ع ط
ع ظ غ

ا ب ت ث ج ح خ د
ذ ر ز س ش ص ض

ط ظ ع غ

ط ع ظ غ ط ع
ظ غ ظ ط ع غ

ح ظ ع خ ث ر غ ذ
ب ط ص ز ض ج ح س
ذ د ت ش ب ز ا ش

২ দ্বিতীয় মাসে ৩ দিন পড়াবেন

ل

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ل ق ك
ل ق ك
ل ق ك

সবক : ৮

নূরানী কায়দাহ্

ا ب ت ث ج ح خ د
ذ ر ز س ش ص ض
ط ظ ع غ

ل ق ك ف

ق ك ل ف ك ق
ل ف ق ل ك ف
ج ط ا ق ث ص ف ب
ظ ش غ ع ض خ ذ ز
ض ح ل ك س ت ر د

২ দ্বিতীয় মাসে ২ দিন পড়াবেন

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

সবক : ৯

নূরানী কায়দাহ্

ا ب ت ث ج ح خ د
ذ ر ز س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق ك ل

و ن م

ن م و م و ن
ن م و م و ن

ق س ظ غ ض ن ث ب
ج ط ا ص ز ح ظ ت
ذ ك و ع م خ ل و

২ দ্বিতীয় মাসে ২ দিন পড়বেন

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

সবক : ১০

নূরানী কায়দাহ্

ا ب ت ث ج ح خ د

ذ ر ز س ش ص ض

ط ظ ع غ ف ق

ك ل م ن و

ی ء ه

ه ی ه ی ه ع

ی ع ه ع ه ی

و ج ظ غ ض ن ث ب

ی ط ع ص ز ه ر ت

২ দ্বিতীয় মাসে ২ দিন পড়াবেন



১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

ا ب ت ث خ
ج د ه ز
ح ط
ع ف

নূরানী কায়েদাহ্

সবক : ১১ পৃথক বর্ণমালার পূর্ণ পাঠ

ج	ث	ت	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
ي	ء	ه	و	

২ দ্বিতীয় মাসে

২ দিন পড়বেন

তারিখ

শিক্ষকের স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ض ض
خ خ
ه ه
ظ ظ
ف ف

অধ্যায় নং - ২ সবক : ১ যুক্তাক্ষরের পরিচয়

নূরানী কায়দাহ্

ا ا	ب ب	ت ت
ث ث	ج ج	ح ح
خ خ	د د	ذ ذ
ر ر	ز ز	س س
ش ش	ص ص	ض ض
ط ط	ظ ظ	ع ع
غ غ	ف ف	ق ق
ك ك	ل ل	م م
ن ن	و و	ه ه
ي ي	ء ء	

৩ তৃতীয় মাসে ১০ দিন পড়াবেন



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ظك بدن
حجب
مز باب
بصل اب

নূরানী কায়দাহ্

সবক : ২

যুক্তাক্ষরের অনুশীলন

ا	ب	پ	ا	م	ما	ا	لا	ا	ك	كا
---	---	---	---	---	----	---	----	---	---	----

ا	ب
---	---

ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ب	ب
---	---

ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ح	ح
---	---

د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

د	د
---	---

س	س	س	س	س	س	س	س	س	س	س
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

س	س
---	---

ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ط	ط
---	---

فيه
ذو
مع
صك
عش
حقا

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ل

সবক : ৩

নূরানী কায়দাহ্

عش شع عد فعل غل لغ غم مغ

ع
ع
ع
ع

فت فر صف قفس قد قط حق حقا

ف
ف
ف
ف
ق
ق
ق
ق

كج جك لن صك خل كف فك كن

ك
ك
ك
ك
ل
ل
ل
ل

صل بم عم مع نف منه كن عن

ص
ص
ص
ص
م
م
م
م

سو وس ذو شو هل بهم له هب

س
س
س
س
و
و
و
و

ثم فعه يد فيه يو مأ يؤ مرئ

ث
ث
ث
ث
ف
ف
ف
ف
ي
ي
ي
ي
م
م
م
م
ؤ
ؤ
ؤ
ؤ
مر
مر
مر
مر

৩ তৃতীয় মাসে ৫ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর



১-কুরআন

[নূরানী কায়োদাহ্]

حقاً فيه بشر
عدل حجج
فهم عنب

সবক : ৪

যুক্তাক্ষর প্রথম, মাঝ ও শেষে হওয়ার মশক

ثمر

ختم

تبع

بحر

حقاً

عدل

سخر

حجج

جبل

كثر

صبر

بشر

شيم

مسك

سمع

بكر

قفس

فهم

فعل

بصر

هضم

عنب

نمو

ملك

لحق

ليس

يلد

فيه

ظ ر ج ق
ش آ ص
ن غ د

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ل

অধ্যায় নং - ৩ হারাকাতের বর্ণনা

- ① একযবর —, একযের —, ও একপেশ ৯ কে হারাকাত বলে।
হারাকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। যেমন:- بَسْ এর
- ② যে অক্ষরে যবর, যের কিংবা পেশ হয় তাকে মুতাহরিক বলে।
- ③ আলিফ সর্বদা (হারাকাত এবং জযম থেকে) খালি হয়। হামযাহ্ কখনও খালি হয় না।

সবক : ১

যবর —

“যবর” যুক্ত অক্ষরকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না।

خ	ح	ج	ث	ت	ب	أ
ص	ش	س	ز	ر	ذ	د
ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض
ء	ة	و	ن	م	ل	ك
			ي			

নূরানী কায়দাহ্



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

عَدَدٌ فَعَّ سَمَكَ
دَرَسَ وَلَ عَبْدٌ
مَجْدٌ قَمَرٌ

যবরযুক্ত দুই অক্ষরের মশক

فَرَّ	بَرَّ	كَأَ	لَكَ	ضَعَ	فَعَّ
جَدَّ	دَرَّ	وَلَّ	أَرَّ	حَجَّ	نَفَّ

পাঠদান পদ্ধতি : فَعَّ ফা- যবর ى, আঈন যবর ع = فَعَّ

যবরযুক্ত তিন অক্ষরের মশক

بَلَغَ	دَخَلَ	كَسَبَ	عَبَدَ	وَدَعَ	دَرَسَ
سَمَكَ	لَحَدَ	مَجَدَ	سَجَدَ	بَصَرَ	وَجَدَ
أَحَدَ	قَمَرَ	عَدَدَ	فَطَرَ	مَثَلَ	أَخَذَ

পাঠদান পদ্ধতি : دَرَسَ = دَرَسَ সীন যবর س, دَرَسَ-যবর د, دَرَسَ-যবর د, دَرَسَ-যবর د

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

সবক : ২ যেৱ —

যেৱ যুক্ত বর্ণকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না, মা'রুফ পড়বে, মাজহুল পড়বে না। (যেৱ এৱ আওয়ায নীচের দিকে যায়।)

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق
ك	ل	م	ن	و	ه	ء
ي						

যেৱযুক্ত দুই অক্ষরের মশ্ক

اِب	يِل	بِه	لِي	فِي	اِر	بِر
يُق	رَت	ئِكَ	گُو	جَز		

পাঠদান পদ্ধতি : اِب, হামযাহ যেৱ ا, বা যেৱ ب = اِب

যেরযুক্ত তিন অক্ষরের মশুক

إِبِلٌ	رَدِفٌ	حَمِدٌ	شَهِدَ	بَخِلَ
سَخِرَ	رَحِمَ	لَعِبَ	شَرِبَ	عَمِلَ
بَرِقَ	خَطِفَ	جَزِعَ	سَقِمَ	عَشِيَ

পাঠদান পদ্ধতি : اِیْلِ হামযাহ যে-র ۱, বা- যে-র ۲, اِیْلِ-য যে-র ۱ = اِیْلِ

৪	৫	মাসে ১১ দিন পড়বেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	--------------------	-------	-------------------	--------------------------

সবক : ৩

পেশা

পেশযুক্ত অক্ষরকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না। মার্কফ পড়বে, মাজহুল পড়বে না। (পেশ এর আওয়ায সামনের দিকে যায় আর ঠোট গোল হয়)।

أ	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ظ	ط	ع	غ	ف	ق



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

নূরানী কায়দাহ্

لِ رُسُلٍ
قَلَمُ
لَقَ بَعْدَ لُ

لُ	مُ	نُ	وُ	هُ	ءُ
يُ					

পেশযুক্ত দুই অক্ষরের মশ্ক

لُ	كُ	حُ	تُبُ	كُتُ	خُلُ	حُرُ
عُرُ	كُلُ	لَهُ	لُقُ	هُدُ		

পাঠদান পদ্ধতি : লুঁ = লুঁ পেশ, সা পেশ, লুঁ : লাম পেশ

পেশযুক্ত তিন অক্ষরের মশ্ক

رُسُلُ	سُدُسُ	صُحُفُ	كُرُمُ	قَلَمُ
بَلَدُ	قَدِيرُ	نَصْرُ	قَتِيلُ	نَضْعُ
حَرَمُ	حَجَرُ	شَجَرُ	بَعْدُ	قَرَبُ

পাঠদান পদ্ধতি : রুঁ = লুঁ পেশ, সুঁ, সীন পেশ, রুঁ : রুঁ পেশ

৫	পঞ্চম মাসে	১১ দিন পড়বেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	---------------	-------	-------------------	--------------------------

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

وَجَدَكَ وَوَيْرْتُ
وَوَقَعَ كَمَثَلِ
خَلْقِكَ رُسُلِكَ

সবক : ৪ সবধরনের হারাকাতের মশুক

فَسَجَدَ

فَبَصُرَ

وَبَسَرَ

وَجَعَلَ

كَمَثَلِ

وَجُمِعَ

وَوَقَعَ

خَلَقَكَ

فَفَرَعَ

وَرَجَلَ

وَجَدَكَ

فَقُتِلَ

وَيَرِثُ

ذَرَاكَ

رَزَقَكَ

شَجَرَةً

وَقَعْتَ

رُسُلِكَ

أَعْطَكَ

فَبُهِتَ

৬ ষষ্ঠ মাসে ৭ দিন পড়াবেন

অধ্যায় নং - ৪ সবক : ১ সুকুন বা জযম এর ১ বর্ণনা

সুকুনকে জযমও বলে, সাকিনযুক্ত হরফকে পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।

যবরসহ সুকুনের উদাহরণ

যেমন - হামযাহ বা- যবর - ٱ, বা- তা- যবর- ٱ

بَخْ

مَحْ

كَحْ

حَتْ

بَتْ



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

شَدَّ
بِشْ
أَمَلَمْ
أَنْزِلَ مَسْجِدًا

নূরানী কায়দাহ্

شَدَّ	أَهْلَ	عَرَضَ	كَشَفَ	نَصَرَ
حَمَدَ	بَعَدَ	أَسْفَرَ	أَمَلَمْ	أَسْلَمَ
نَفَعَلُ	أَكْبَرُ	عَسَعَسَ		

যেরসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন : নূন-বা-যের نَبِ ওয়াও-তা-যের وَتْ

بِشْ	حِضْ	عِظْ	مِعْ	صِغْ
صِفْ	مِلْكْ	مِلْحْ	طِفْلْ	ذِكْرْ
زِلَتْ	كِبَرُ	اَكْرِمُ	اَنْزِلُ	تَمْلِكْ
أَحْسِنُ	يَغْفِرُ	مَسْجِدُ		



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

دُئِ قُلْتُمْ
عَنْهُمْ يُشْهَدُ
خِفْتُمْ اَدْخُلْ

নূরানী কায়দাহ্

পেশসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন: دُئِ : দাল- ফা- পেশ = دُئِ

كُنْ	هُمْ	دُلْ	بُكَ	دُئِ
قُلْتُ	أَذُنْ	حُزُنْ	مُلْكُ	قُلْ
أَدْخُلْ	قُلْتُمْ	هَذَا هُدُ	حُسْنِ	فُلُكْ
	يُشْهَدُ	يُغْفَرُ	يُبْعَثُ	

তিন প্রকার হরকতের সাথে সুকূনের মশক

قُلْتُمْ	إِهْبِطْ	إِحْمِلْ	وَعْدَاكَ	نَفْعَلْ
إِرْحَمْ	يَحْكُمْ	عَنْهُمْ	أَمِهْلْ	أَحْسِنْ
تُسْعِغْ	مُهْلِكْ	يُبْعَثُ	خِفْتُمْ	طِبْتُمْ

৬ ৭ মাসে ১৬ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

بَاءُ يُوْتِ ذِئْبُ
يُؤْتِكُمْ يُؤْخَذُ
بُرُّ لَبِيْ صَانِ

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]



নূরানী কায়দাহ্

সবক : ২

হামযা সাকিনের বর্ণনা

সাকিনযুক্ত হামযাকে একটু ঝট্কা দিয়ে পড়তে হয়, হামযা কখনও আলিফের আকারে, কখনও ওয়াও এর আকারে, আবার কখনও ইয়া আকারে লেখা হয়।

بَاءُ	يُؤْتِكُمْ	يُؤْخَذُ	يُؤْتِ	يُؤْتِ
شَانُ	نَاتِ	كَاسُ	صَانِ	يَابِ
مُؤْمِنُ	يُؤْتِ	يُؤْمِنُ	يُؤْخَذُ	يُؤْتِكُمْ
جُتِ	بُسِ	شُتِ	ذِئْبِ	بُرِّ

৭ সপ্তম মাসে ৫ দিন পড়াবেন

অধ্যায় নং : ৫ সবক : ১ মদের হরফের বর্ণনা

মদের হরফ তিনটি : ① যবরের বামপাশে খালি আলিফ ② পেশের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়াও ③ যেরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া মদের হরফ।

মদের হরফ হলে সর্বদা এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

رَا دَعَانَا
فَقَالَا
رَا دَعَانَا
رَا دَعَانَا

عَ جَاهِدَ مَا ۞ যবরের বামপাশে খালি আলিফ

যবরের বামপাশে খালি আলিফ মদ্রের হরফ। মদ্রের হরফ হলে তাহার ডান দিকের হরফের সঙ্গে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: বা আলিফ যবর - ۞

خَا	حَا	جَا	قَا	كَا	بَا	عَا
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	دَا	كَ
قَا	فَا	عَا	عَا	كَا	طَا	ضَا
يَا	هَا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَ

মশুক

لَهَا	كَذَا	تَابَ	خَافَ	زَادَ
دَعَانَا	شَارِبَ	جُنَاحُ	حَاسِبَ	جَاهِدَ
كَانَا	فَقَالَا			

পাঠদান পদ্ধতি : ۞ যা আলিফ যবর ۞, দাল যবর ۞ = ۞

طُورُ شُو أُو جُو
يَقُومُ رَاجِعُونَ
هُوَ دَاخِرُونَ

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]



নূরানী কায়দাহ্

উ - যের এর বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া সবক : ২

যের এর বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া মদদের হরফ । মদদের হরফ হলে তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টেনে পড়তে হয় । যেমন বা ইয়া যের - ۞

اِئِ	يِ	تِ	ثِ	جِ	حِ	خِ
دِئِ	ذِئِ	رِئِ	زِئِ	سِئِ	شِئِ	صِئِ
ضِئِ	طِئِ	ظِئِ	عِئِ	غِئِ	فِئِ	قِئِ
كِئِ	لِئِ	مِئِ	نِئِ	وِئِ	هِئِ	ئِئِ

يِ

মশ্‌ক

دِئِئِ	فِئِئِ	اَرِئِئِ	دُوئِئِ	اُجِئِئِ
يُوَارِئِ	مَفَاتِئِئِ	رَازِقِئِئِ	مُؤْمِنِئِئِ	عَذَابِئِئِ

مَقَادِئِئِ

تَهَاتِئِئِ

دِئِئِ = ۞ - ۞ = ۞, নূন ইয়া- যের ۞, দাল ইয়া- যের ۞

৭	৮	মাসে ৭ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	--------------------	-------	-------------------	--------------------------

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

مَقَادِيرُ دِينِي
وَيَوْمِي
جِي رَازِقِينَ
يِي دِي قِي

সবক : ৩ পেশ এর বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও ۞

পেশ এর বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মদদের হরফ । মদদের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টেনে পড়তে হয় । যেমন বা ওয়াও পেশ بُو

خُو	حُو	جُو	تُو	ثُو	بُو	اُو
صُو	شُو	سُو	زُو	رُو	دُو	ذُو
قُو	فُو	عُو	غُو	ظُو	طُو	صُو
ءُو	هُو	وُو	نُو	مُو	لُو	كُو
يُو						

মশ্‌ক

يَقُومُ	يُوحِي	نُورُ	طُورُ	نُوحُ
سَبَقُونَا	دَاخِرُونَ	قَارُونَ	هَارُونَ	تَكُونُ
رَاجِعُونَ		بَاسِطُونَ		

نُوحُ = نُح পেশ - হা, نُو পেশ ওয়াও নূন : نُوحُ

৮ অষ্টম মাসে ৬ দিন পড়বেন



كَلَامَ بَ جَبَلُ
جَمَعَ ج يَقُولُ

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

ا رِيحِ حَاوِلْ

সবক : ৪ সবধরনের মশক

নূরানী কায়দাহ্

كَلَامَ

صَحَبَ

قُتِلَتْ

طَاغُوتَ

جَمَعَ

يَقُولُ

نَافَقَ

عُرِفَ

حَاوِلَ

رَشِيدُ

أَمَرْتُ

جَبَلُ

قَابِلُ

ثَبُودُ

مُحِيطُ

رِيحِ

يَكُونُ

৮

অষ্টম মাসে

৪

দিন পড়বেন

খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ

খাড়া যবর, খাড়া যের এবং উল্টা পেশকে সর্বদা এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

সবক : ৫

খাড়া যবর ১

খাড়া যবর আলিফে মাদ্দাহর সমতুল্য হয় ১ খাড়া যবর ১ = ১ আলিফ যবর ১

ا

ب

ج

ث

ث

ب

ا

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

إِلَهْنَا عَلَىٰ أَدَمَ
هَذَا كَ ذَا
ظ فِي ع
أَبُوهُ نَ ذَلِك

নূরানী কায়দাহ্

ص	ش	س	ز	ر	ذ	د
ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض
ع	ه	و	ن	م	ل	ك

ي

মশক

سَمَوَاتِ	أَبُوهُ	مَلِكِ	أَمِنَ	أَدَمَ
كِتَبُ	هَذَا	إِلَهْنَا	يُصْلِحُ	غَوَيْنَ

ذَلِكَ

رِسَلَتِ

'أَدَمَ' = মর = মীম যবর 'أ' 'د' দাল যবর 'د' 'هَامِ' = হামযাহ খাড়া যবর 'أ'

৮ অষ্টম মাসে ৬ দিন পড়বেন



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

خَاتُونَ أَلْحَجْ
جُنُودَهُ
وَأَلْكَ
شَدَّادُ
جَعَلَهُ

সবক : ৬

খাড়া যের ইয় ١

নূরানী কায়দাহ্

খাড়া যের ইয়া- মাদ্দাহ্র সমতুল্য হয়, বা খাড়া যের ٢ বা-ইয়া যের ٣

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق
ك	ل	م	ن	و	ه	ة

ي

মশ্‌ক

الف	به	عباده	رسله	نوره
وقيله	هذه	بايته	بكلته	وكتبه

يبيئنه يتاويله

الف = في - যের, ফা, ال, ল যবর, লাম খাড়া, হামযাহ্ খাড়া : الف

৮	৯	মাসে	৬	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	------	---	-------------	-------	-------------------	--------------------------



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

اشرح الف
ببكلته
عباده نوره

নূরানী কায়দাহ্

সবক : ৭

উল্টা পেশ ৬

উল্টা পেশ ৬ ওয়াও মাদ্দাহর সমতুল্য হয়। বা উল্টা পেশ ৬ = বা ওয়াও পেশ ৬

أ	ب	ث	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ظ	ط	ع	غ	ف	ق
ك	ل	م	ن	و	ه	ء

ي

মশুক

لَهُ	دَاوُدَ	رَسُولُهُ	آيَاتُهُ	جُنُودُهُ
تِلَاوَتُهُ	وَرِثَتُهُ	مَوَازِينُهُ	جَعَلَهُ	مَا وَرَى
غَاوَنَ	قَرِينُهُ			

১৬১ = ১৬১ দা যবর ১৬১, ১৬১ দা উল্টা পেশ ১৬১, ১৬১ আলিফ যবর ১৬১

৯

নবম মাসে

৬

দিন পড়াবেন



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

أَوْفِ
فَوَ رُوْ صُوْ
صُوْمُ يُوْ
حَوْلَ طُوْ عَوْ

নূরানী কায়দাহ্

অধ্যায় নং - ৬ লীনের হরফের বর্ণনা

লীনের হরফ দুইটি : ① যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও লীনের হরফ । ② যবরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া লীনের হরফ ।
লীনের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়তে হয় ।

সবক : ১

ওয়াও লীন َ وُ

যবরের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়াও লীনের হরফ । লীনের হরফ হলে তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়তে হয় । যেমন - বা ওয়াও যবর -
بُوْ

خُوْ	حُوْ	جُوْ	تُوْ	ثُوْ	بُوْ	اُوْ
صُوْ	شُوْ	سُوْ	زُوْ	رُوْ	دُوْ	ذُوْ
قُوْ	فُوْ	عُوْ	عُوْ	طُوْ	ظُوْ	صُوْ
ءُوْ	هُوْ	وُوْ	نُوْ	مُوْ	لُوْ	كُوْ

يُوْ

মশ্‌ক

مَوْتُ	سَوْفُ	صَوْمُ	حَوْلُ	أَوْفُ
--------	--------	--------	--------	--------



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

مِ بِي فَزُرْ أَيْ
قِي شِي عِي دِي
وِي بَلُونَا يِي

دَعَوْتُ

شَرَوْتُ

بَغَوْتُ

كَوْثَرُ

فَوْزُ

بَلُونَا

بَنُوَهَا

اَوْف= ف যের ফী , اَوْ যার ওয়া , هَامِ : اَوْف

৯ নবম মাসে ৫ দিন পড়াবেন

সবক : ২

ইয়ায়ে লীন ۞

যবরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া লীনের হরফ । লীনের হরফ হলে তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়তে হয় । যেমন- বা ইয়া যবর ۞

أَيْ

بِي

عِي

دِي

وِي

يِي

شِي

دَعَوْتُ

شَرَوْتُ

بَغَوْتُ

كَوْثَرُ

فَوْزُ

بَلُونَا

بَنُوَهَا

أَيْ

بِي

عِي

دِي

وِي

يِي

شِي

أَيْ

بِي

عِي

دِي

وِي

يِي

شِي

يِي



১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

أَبُوهُ أَيْنَ
سَلِيمٌ يَرُونَهَا

مَكَانَ رَازِقِينَ

মাশুক

أَيْنَ	صَيْفٍ	إِلَيْكَ	غَيْرِي	عَلَيْهَا
أَوْحَيْتُ	أَبُوهُ	عَيْنَيْنِ	بَنَيْنَا	هِيَهَا
لَا رَيْبَ	سَلِيمٌ			

أَيْنَ = ٱ, নূন যবর ٱ, হামযাহ্ ইয়া যবর ٱ : অইন

মদের হরফ ও লীনের হরফের মাশুক

يُنِي	بِأَيْدِي	رَازِقِينَ	عَيْنَيْنِ
مَوْعُودُ	مَكَانَ	يَسْتَوْفُونَ	رُءُوسِهِمْ
فِرْعَوْنَ	عَلَيْهِمْ	هِيَهَا	يَرُونَهَا
سَيَعْلَمُونَ	كُفْرُونَ	كَيْدِي	يَسْمَعُونَ

৯	১০	মাসে	৯	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	----	------	---	-------------	-------	-------------------	--------------------------

অধ্যায় নং - ৭ তান্বীনের বর্ণনা

দুই যবর $\underline{\underline{=}}$, দুই যের $\underline{\underline{=}}$, এবং দুই পেশ $\underline{\underline{=}}$, কে তান্বীন বলে। তান্বীনের আওয়াজ নাকের মধ্যে যায়। যেমন বা দুই যবর $\underline{\underline{=}}$, বা দুই যের $\underline{\underline{=}}$, বা দুই পেশ $\underline{\underline{=}}$ ।

সবক : ১ দুই যবর এর তানবীন //

○ যে অক্ষরের উপর দুই যবর হয় ঐ অক্ষরের পরে আলিফ লেখা হয় ।

عَا	بَا	مَّا	ثَا	جَا	حَا	خَا
دَا	ذَا	رَا	زَا	سَا	شَا	صَا
مُصَا	كَا	فَا	عَا	غَا	فَا	قَا
گَا	لَا	مَّا	نَا	وَا	هَّا	ءَا
يَا						

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

সবক : ২ দুই যের এর তানবীন

নূরানী কায়দাহ্

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك
گ	ل	م	ن	و	ه	و
ي						

১০ দশম মাসে ৩ দিন পড়াবেন

সবক : ৩ দুই পেশ এর তানবীন

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك

১-কুরআন

[নূরানী কায়দাহ্]

نُورَانِی کَیْدَہِ

নূরানী কায়দাহ্

نُ	مُ	لُ	کُ
یُ	ہُ	حُ	وُ

১০ দশম মাসে ৩ দিন পড়াবেন

অধ্যায় নং - ৮ নূন সাকিনের বর্ণনা

যে নূনের উপর সুকুন (জযম) হয় তাকে নূন সাকিন বলে। তানবীন এবং নূন সাকিনের আওয়াজ একই রকম হয়। যেমন: বা দুই যবর বান **بُ** বা যবর নূন যযম **نُ**

نُ	تُ	تُ	تُ	تُ	تُ
نُ	تُ	نُ	تُ	نُ	تُ
جُن	جُن	جُن	جُن	جُن	جُن
دُن	دُن	دُن	دُن	دُن	دُن

১০ দশম মাসে ৬ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দ্বীনিয়াত ১ম বর্ষে হিফযে সূরা অধ্যায়ে পাঁচটি সূরা আনা হয়েছে। যথা : সূরা ফাতেহা, সূরা লাহাব, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক এবং সূরায়ে নাস। প্রতিটি সূরা মুখস্থ করানোর জন্য দিন ও মাস নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

হিফযে সূরা সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হল, শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে সূরা মুখস্থ করাবেন। প্রতিটি সূরা প্রথমে কিছুদিন নিজে পড়াবেন, অতপর শিক্ষার্থীদের দ্বারা পালাক্রমে পড়াতে থাকবেন।

ভিত্তিক সূরা

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে সূরা : কুরআনে কারীমের কোন সূরা মুখস্থ করাকে “হিফযে সূরাহ” বলে।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: (কিয়ামতের দিন) কুরআন ধারণকারী (হাফিয) কে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক ও জান্নাতের উচ্চ স্থানে উঠতে থাক, আর ধীরে ধীরে পড় যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। আজ তোমার স্থান সেখানে হবে, যেখানে তোমার সর্বশেষ আয়াতের তেলাওয়াত শেষ হবে।

[আবু দাউদ:১৪৬৪, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ]

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তির হৃদয়ে কুরআনে কারীমের কোন অংশ সংরক্ষিত থাকবে না, তার হৃদয় বিরাণ ঘর সমতুল্য।

[তিরমিযী: ২৯১৩, ইবনে আব্বাস রাঃ]

সুতরাং কুরআনে কারীমের হিফয করা উচিৎ, কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই মুখস্থ থাকা উচিৎ, যার দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যায়।



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]



সবক : ১

তা'আওউয

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

হিফযে সূরাহ

সবক : ২

তাস্মিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

সবক : ৩

সূরা ফাতেহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

২ ৩ মাসে ৪০ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]



সবক : ৪ সূরা লাহাব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا

كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ ط

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

৪	৫	মাসে ২৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	---------------------	-------	----------------------	-----------------------------

সবক : ৫

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

৫	পঞ্চম মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---------------------------	-------	----------------------	-----------------------------



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]



সবক : ৬

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ

غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

৬

ষষ্ঠ মাসে

২০

দিন গড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের

স্বাক্ষর

অভিভাবকের

স্বাক্ষর

সবক : ৭

সূরা নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي

صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

৭

সপ্তম মাসে

২০

দিন গড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের

স্বাক্ষর

অভিভাবকের

স্বাক্ষর



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]



সবক : ৮

তাআওউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতেহার
রিপিট ।

৮	অষ্টম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------------

হিফযে সূরাহ

সবক : ৯

সূরা লাহাব এবং সূরা ইখলাস এর রিপিট ।

৯	নবম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	----------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------------

সবক : ১০

সূরা ফালাক এবং সূরা নাস এর রিপিট ।

১০	দশম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
----	----------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------------



২- হাদীস

[দু'আ, সুন্নাত]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দ্বীনীয়াত ১ম বর্ষে দু'আ-সুন্নাত অধ্যায়ে পানাহার, নিদ্রা বাথরুমে গমন ও প্রস্তান ইত্যাদির দু'আ এবং পানাহারের সুন্নাতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বলা হয় এমন ৫টি মাসনুন বাক্যও উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা থাকা জরুরী। যেমন, বিস্মিল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ ইত্যাদি।

এই সমস্ত দু'আ ও সুন্নাত শিক্ষার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে পড়াবেন। দু'আগুলোর অনুবাদ যদি সহজে মুখস্থ করে নিতে পারে তবে ভাল, নতুবা সেগুলো মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী জোর দেওয়ার দরকার নেই।

দু'আ-সুন্নাত মুখস্থ করানোর পাশাপাশি এ চেষ্টাও করবেন যেন, ছাত্র-ছাত্রীরা নিজদের বাস্তব জীবনে এ সকল দু'আ ও সুন্নাতসমূহের উপর আমলকারী হয়ে যায়। সেজন্য প্রীতি ও আদরের সাথে আমলের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করুন যে, কে কে এই দু'আ ও সুন্নাতসমূহের উপর আমল করবে এবং নিজ ভাই-বোন ও পিতা-মাতাকে শেখাবে?



২- হাদীস

[দু'আ, সুন্নাত]



পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

দু'আ, সুন্নাত : আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়াকে “দু'আ” বলে এবং আমাদের নবীজী ﷺ এর তরীকাকে সুন্নাত বলে ।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হল দু'আ ।

[মুস্তাদরাক : ১৮০১ আবু হুরাইরা রাঃ]

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের ফেৎনা ফাসাদের সময় যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাত জিন্দা করবে তার জন্য শহীদেদের সমপরিমান সাওয়াব হবে ।

[ত্বাবরানী কাবীর: ১৩২০ আবু হুরাইরা রাঃ]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবন বিধান আমাদের জন্য পূর্ণ আদর্শ ও নমুনা, সুতরাং তার জীবনী- জানা ও বুঝা আমাদের জন্য অপরিহার্য । কোন ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ কী আমল করেছেন? তার সুন্নাত কী? এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ কোন কোন দু'আ পড়েছেন? এ বিষয়গুলো শেখা এবং তার উপর আমল করা অতি জরুরি । এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে দুনিয়ার সুখ, শান্তি, নিরাপদ জীবন, মান-সম্মান ও ইজ্জতের প্রতিশ্রুতি, আর এরূপ পবিত্র জীবন-যাপনই আল্লাহর পছন্দনীয় ।



২- হাদীস

[দু'আ, সুন্নাত]



সবক : ১ খানার শুরুতে এই দু'আ পড়ব

[তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা রাঃ]

بِسْمِ اللَّهِ



অর্থ : আমি আল্লাহর নাম নিয়ে (খাওয়া আরম্ভ করছি।)

১ প্রথম মাসে ৪ দিন পড়াবেন

সবক : ২ শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

[আবুদাউদ : ৩৭৬৭, আয়েশা রাঃ]

অর্থ : শুরুতে এবং শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।

১ প্রথম মাসে ৭ দিন পড়াবেন

সবক : ৩ খানার শেষে এই দু'আ পড়ব

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

[তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবু সাঈদ রাঃ]

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পানাহার করিয়েছেন ও মুসলমান রূপে সৃষ্টি করেছেন।

১ প্রথম মাসে ৯ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর



২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নাত]



সবক : ৪

খানার সুন্নাতসমূহ

- ১) দস্তুরখান বিছানো। [বুখারী : ৫৪১৫, আনাস রাঃ]
- ২) দুহাতের কজি পর্যন্ত ধোয়া। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান রাঃ]
- ৩) খাওয়ার পূর্বে দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা রাঃ]
- ৪) সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী বসা (এক হাঁটু তুলে কিংবা তাশাহহুদের আকৃতিতে বসা)। [ফাতহুলবারী: ৯/৫৪২]
- ৫) ডান হাত দিয়ে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ রাঃ]
- ৬) নিজের সামনে থেকে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ রাঃ]
- ৭) তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া (কুটির ক্ষেত্রে) [মুসলিম : ৫৪১৭, কায়া'ব বিন মালিক রাঃ]
- ৮) যদি কোন লোকমা পড়ে যায়, তবে তা তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া। [মুসলিম : ৫৪২১, জাবির রাঃ]
- ৯) পাত্র ও আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া। [মুসলিম : ৫৪২০, জাবির রাঃ]
- ১০) হেলান দিয়ে না খাওয়া। [তিরমিযী : ১৮৩০, আবু যুহাইফা রাঃ]
- ১১) খাবারের কোন রকম দোষ ত্রুটি না ধরা। [বুখারী : ৫৪০৯, আবু হুরাইরাহ রাঃ]
- ১২) অত্যধিক গরম খাদ্য না খাওয়া। [মুসতাদ্রাক : ৭১২৫, জাবির রাঃ]
- ১৩) খাওয়ার পর দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবু সাঈদ রাঃ]
- ১৪) খাওয়ার পর হাত ধোয়া এবং কুলি করা। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান রাঃ, বুখারী ৫৪৫৪, সু'আইদ রাঃ]

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর.....

দু'আ, সুন্নাত



২- হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]



সবক : ৫ পানি পান করার সুন্নাতসমূহ

① ডান হাত দ্বারা পান করা । [মুসলিম : ৫৩৮৪, ইবনে উমর রাঃ]

② বসে পান করা । [তিরমিযী : ১৮৭৯, আনাস রাঃ]

③ দেখে(নিয়ে)পান করা । [আবুদাউদ:৩৮১৯,ইবনে আকবাস রাঃ, বযলুল মাজহুদ:১১/৪৫০,ম]

④ بِسْمِ اللَّهِ পড়ে পান করা । [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আকবাস রাঃ]

⑤ তিন শ্বাসে পান করা । [মুসলিম : ৫৪০৫, আনাস রাঃ]

⑥ পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়া । [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আকবাস রাঃ]

দুধ পান করার পর এই দু'আ পড়ব اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অর্থ : হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদের আরো বেশী করে দান করো । [তিরমিযী : ৩৪৫৫, ইবনে আকবাস রাঃ]

৩ তৃতীয় মাসে ৯ দিন পড়াবেন



সবক : ৬ ঘুমানোর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

[বুখারী : ৬৩১৪, হযাইফাহ রাঃ]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করি ও জীবিত হই ।

৩ তৃতীয় মাসে ৫ দিন পড়াবেন





২- হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]



সবক : ৭ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর এই দুআ পড়ব



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰحْيَاَنَا بَعْدَ
مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

[বুখারী : ৬৩১৪, হযাইফাহ্]

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং সবাইকে তারই কাছে যেতে হবে।

৩ তৃতীয় মাসে ৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
-----------------------------	-------	-------------------	--------------------------

দুআ, সুন্নাত

সবক : ৮ বাইতুল খালায় (বাথরুম) প্রবেশের পূর্বে এই দুআ পড়ব



بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ
وَالْخَبَائِثِ

[মু'জামে আউসাত : ২৮০৩, আনাস]

অর্থ : আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র নারী-পুরুষ জিনসমূহ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

৪ চতুর্থ মাসে ১২ দিন পড়াবেন



২ - হাদীস

[দু'আ, সুন্নাত]



সবক : ৯ বাইতুল খালা (বাথরুম) থেকে বের হয়ে এই দু'আ পড়ব

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذٰى
وَعَافَانِيْ

[ইবনে মাজাহ : ৩০০, ৩০১ আয়েশা রাঃ, আনাস রাঃ]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মাগ্ফিরাত কামনা করি।
সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক
বস্তুকে দূর করেছেন এবং আমাকে নিষ্কৃতি দান করেছেন।

৪	৫	মাসে ১২ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	---------------------	-------	----------------------	-----------------------



সবক : ১০ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিব: _____

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

[তিরমিযী : ২৬৮৯, ইমরান বিন হুসাইয়ান রাঃ]

অর্থ : আপনার উপর আল্লাহর (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত
বর্ষিত হোক।

কোন মুসলমান সালাম দিলে উত্তরে বলব: _____

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

[মুসনাদে আহমাদ : ১২৬১২, আনাস রাঃ]

অর্থ : আপনার উপরও আল্লাহর (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত
বর্ষিত হোক।



২- হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]



প্রতিটি ভাল কাজ শুরু করার
পূর্বে পড়ব : _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[আলআযকার : ১/১৫৬, আবু হুরাইরাহ রাঃ]

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান ।



কোন নিয়ামত পেলে বলব : _____

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ

[ইবনে মাজাহ : ৩৮০৫, আনাস রাঃ]

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ।



কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিলে অথবা
ভাল আচরণ করলে বলব : _____

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

[তিরমিযী : ২০৩৫, উসামাহ বিন যায়েদ রাঃ]

অর্থ : আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন ।

৫

পঞ্চম মাসে ১৬ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিফার
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

২- হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দীনিয়াত ১ম বর্ষে হিফযে হাদিস অধ্যায় থেকে পাঁচটি হাদীস অনুবাদসহ আনা হয়েছে, যা দ্বীনের প্রসিদ্ধ পঞ্চ অধ্যায় ঈমান, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা এবং আচার-আচরণ সম্পর্কিত।

এই হাদীসগুলো সমবেতভাবে শিরোনামের সাথে অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন। যেমন, হাদীস নং ১ঃ ঈমান সম্পর্কিত “اَللّٰهُنَّ يُسِّرُ” দ্বীন (ইসলাম ধর্ম) সহজ। মুখস্থ করানোর পাশাপাশি এ সকল হাদীসের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ -এর বর্ণিত কথা-বার্তা এবং তার কৃত কাজ সমূহকে “হাদীস” বলে। আর হাদীস মুখস্থ করাকে হিফযে হাদীস বলে।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ -বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপকারার্থে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, তাকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে যে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর।

[কানযুল উম্মাল : ২৯১৮৬, আবু মাসউদ রাঃ]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর হাদিসসমূহ পড়া, মুখস্থ করা এবং সেগুলোকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তা‘আলা তাতে অতি সন্তুষ্ট হন এবং দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দেন। সুতরাং হাদীসসমূহকে মুখস্থ করা উচিত, কেননা তার দ্বারা জীবনে নূর সৃষ্টি হয়।

২- হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সবক : ১ হাদীস নম্বর ১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الدِّينُ يُسْرُ**

[শোয়াবুল ঈমান : ৩৮৮১, আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দ্বীন (ইসলাম ধর্ম) খুব সহজ ।

৬	ষষ্ঠ মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	-----------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------------

সবক : ২ হাদীস নম্বর ২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ**

[তিরমিযী : ৪, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ : নামায বেহেশ্তের চাবি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ।

৭	সপ্তম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------------

সবক : ৩ হাদীস নম্বর ৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا**

[তিরমিযী : ১৩১৫, আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে প্রতারণা করে সে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

৮	অষ্টম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------------



২- হাদীস

[হিফযে হাদীস]



সবক : ৪ হাদীস নম্বর ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

[তিরমিযী : ২৬৯৯, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কথা বলার পূর্বে সালাম কর ।

৯ নবম মাসে	২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
------------	----------------	-------	-------------------	--------------------------

সবক : ৫ হাদীস নম্বর ৫ আচার-আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

[মুসলিম : ৬৮০৫, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সত্যকথা বলা তোমাদের উপর অপরিহার্য ।

১০ দশম মাসে	২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
-------------	----------------	-------	-------------------	--------------------------



৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দ্বিনিয়াত ১ম বর্ষে আকাইদ অধ্যায় থেকে কালেমা তাইয়িবা ও কালেমা শাহাদাত অনুবাদসহ আনা হয়েছে, কালিমাগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে মুখস্থ করাবেন। কালেমা মুখস্থ করানোর সাথে সাথে এ কথাটিও ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এর মধ্যে বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখা এবং মুখে স্বীকার করা প্রত্যেকের উপর ফরয।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আকাঈদ: মানুষ যে সকল কথার উপর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখে সেগুলোকে আকাঈদ বলে।

কুরআন: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ** [সূরা লুকমান:৮]

অনুবাদ: নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নেয়ামতভরা বাগিচা।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তার উপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।

[মুসলিম: ১৫১ উবাদা বিন সামিত رضي الله عنه]

আকীদা হলো ইসলামের এমন এক মূল ভিত্তি যার উপর মুসলমানদের দীন ও সমস্ত ইবাদাত নির্ভর করে। যার আকীদা যত বিশুদ্ধ ও সূদৃঢ় হবে, তার দীন ও ইবাদাত তত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে। আর আর আকীদা যত দুর্বল ও ভ্রান্ত হবে, তার দীন ও ইবাদাত তত অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্য্য্য্য হবে। সুতরাং আকীদাকে বিশুদ্ধ করা এবং হৃদয়ের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরী।



৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]



সবক : ১

কালেমায়ে তাইয়েবা

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

[আল মু'জামুস সাগীর : ৯৯২, উমর রাঃ]

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার রাসূল ।

১	২	মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	---------------------	-------	-------------------	--------------------------

সবক : ২

কালেমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ

[মুসতাদদরাক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন আস রাঃ]

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর বান্দা ও রাসূল ।

৩	৪	৫	মাসে ৬০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	---	---------------------	-------	-------------------	--------------------------



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ অধ্যায় দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন উযু ও নামায ভালভাবে শিখে সঠিকভাবে উযু ও নামায আদায়কারী হয়ে যায়। নামাযের সূরা ও দু'আ মুখস্থ করানোর সাথে সাথে সাপ্তাহে একদিন সকল শিক্ষার্থীকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী উযু ও নামাযের প্র্যাকটিক্যাল অনুশীলন করাবেন। তার নিয়ম এই হবে যে, প্রথম সপ্তাহে একবার প্র্যাকটিক্যালভাবে নিজে করে দেখাবেন, অতঃপর প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের দ্বারা তার মশ্ক করাতে থাকবেন। নামাযের সূরা, দু'আ ও কালেমাসমূহ সম্মিলিতভাবে মুখস্থ করাবেন।

○ শিক্ষার্থীদের দ্বারা উযুর মশ্ক এভাবে করাবেন যে, তাদেরকে হাউজ অথবা অযুখানায় নিয়ে একজন শিক্ষার্থীরা দ্বারা উযু করাতে হবে, এবং সে “উযুর তরীকা” অনুযায়ী সমস্ত সুন্নাত ও ফরযসমূহ আদায় করছে কি না, তা লক্ষ করতে হবে (অর্থাৎ মুখ, হাত, পা ভালভাবে ধৌত করছে কি না এবং মাথা সঠিকভাবে মাসেহ করছে কি না?) আর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে তার উযু দেখবে, এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থী উযু করবে।

○ শিক্ষার্থীদেরকে নামাযের মশ্ক এভাবে করাতে হবে যে, তাদেরকে কাতারবন্দি করে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, সামনে ছেলেদের কাতার ও পিছনে মেয়েদের কাতার, আর শিক্ষক উঁচু স্বরে পুরো নামায কাতারের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে পড়াবেন এবং



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



শিক্ষার্থীরাও উস্তাদের সাথে পড়তে থাকবে, উস্তাদ পড়ানোর পাশাপাশি নেগরাণীও করতে থাকবেন। অর্থাৎ তাদের দাঁড়ানো এবং রুকু সাজদা করার নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করতে থাকবেন উস্তাদের সাথে শিক্ষার্থীরাও জোরে জোরে পড়বে। যেমন, উস্তাদ পড়বেন **اللَّهُ أَكْبَرُ** তখন শিক্ষার্থীরাও পড়বে **اللَّهُ أَكْبَرُ**, যখন উস্তাদ সানা পড়বেন, তখন শিক্ষার্থীরাও সানা পড়বে। যেমন, উস্তাদ পড়বেন **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** তখন শিক্ষার্থীরাও পড়বে **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** উস্তাদ পড়বে **وَبِحَدِيدِكَ** তখন শিক্ষার্থীরাও পড়বে **وَبِحَدِيدِكَ** শেষ পর্যন্ত। এভাবে উস্তাদ নামাযের সমস্ত সূরা, দু'আ ও কালিমা পড়তে থাকবেন, আর শিক্ষার্থীরাও সেগুলো পড়তে থাকবে। এই পদ্ধতিতে তাদেরকে নামাযের অনুশীলন করাতে হবে।

এরপর একজন শিক্ষার্থীকে ইমাম বানিয়ে নামায পড়াতে দিবেন, এ নিয়মে পালাক্রমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর দ্বারা নামায পড়াতে হবে এবং নিজে পাবন্দির সাথে নেগরাণীও করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সকল শিক্ষার্থী সুন্নাত তরীকানুযায়ী নামায পড়ছে কি না? রুকু, সাজদা ইত্যাদি সঠিকভাবে আদায় করছে কি না? এভাবে বাস্তব অনুশীলনের দ্বারা প্রতিটি শিক্ষার্থী সুন্নাত তরীকানুযায়ী নামায আদায় করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। যদি কোন শিক্ষার্থী বছরের মাঝে ভর্তি হয়, তবে তাকেও নামাযের অনুশীলনের অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

নামায : একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর সামনে নিজের বন্দেগীকে প্রকাশ করার নাম নামায ।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: নামায দ্বীনের স্তম্ভ ।

[শু'আবুল ইমান: ২৮০৭, উমর রাঃ]

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, নামায জান্নাতের চাবি ।

[তিরমিযী:৪ জাবির রাঃ]

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার চোখের শীতলতা হলো নামায ।

[মুস্তাদরাক:২৬৭৬, রাঃ আনাস]

দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেয়া হবে । নিয়মিত নামায আদায়ের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার ওয়াদা করেছেন । নামায পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উত্তম জীবন এবং রিজিকে বরকত দান করে থাকেন । সুতরাং নামায শিখে তা বিশুদ্ধভাবে আদায় করা এবং তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ।



৩- আকাইদ, মাসাইল [নামায]



সবক : ১

নামাযের কালেমাসমূহ

তাক্বীরে তাহরীমা : (নামায শুরু করার সময় বলতে হয়) ———

[তিরমিযী : ২৩৮, আবু সাঈদ রাঃ] **اللَّهُ أَكْبَرُ**

রুকুর তাসবীহ : ———

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ রাঃ] **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ**

তাস্মী : (রুকু থেকে ওঠার সময় বলতে হয়) ———

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা রাঃ] **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ**

তাহমীদ (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয়) ———

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা রাঃ] **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ**

সাজ্দার তাসবীহ : ———

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ রাঃ] **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى**



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



সালাম :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

[তিরমিযী : ২৯৫, ইবনে মাসউদ রাঃ]

১	২	মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	---------------------	-------	----------------------	-----------------------------

সবক : ২

ছানা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى

جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

[তিরমিযী : ২৪২, আবু সাঈদ রাঃ]

৩	তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	----------------------------	-------	----------------------	-----------------------------

সবক : ৩

তাশাহুদ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

[বুখারী : ১২০২, ইবনে মাসউদ রাঃ]

৪	৫	মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	---------------------	-------	----------------------	-----------------------------

নামায



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



উযু করার পদ্ধতি

নামায পড়ার পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি, আর এই পবিত্রতাকে উযু বলা হয়।

[শামী: ১/২২৩, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

① সর্বপ্রথম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং পবিত্র হওয়ার নিয়াত করা।

[বুখারী: ১, উমর রাঃ, শামী ১/২৭২, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

② পরিস্কার ও পবিত্র পানি দ্বারা উযু করা।

[আবু দাউদ: ৮৩, আবু হুরায়রা রাঃ, শামী ২/২০, বাবুল মিয়াহ]

③ “بِسْمِ اللَّهِ” বলে উযু শুরু করা।

[নাসাঈ, ৭৮, আনাস রাঃ, শামী: ১/২৭৮, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

④ উভয় হাত কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

[বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফফান রাঃ, শামী, ১/২৮৬, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

⑤ মেসওয়াক করা, যদি মেসওয়াক না থাকে তবে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা।

[বুখারী: ৮৮৭, আবু হুরায়রা রাঃ, আস সুনানুল কুবরা: ১৭৯ আনাস রাঃ, শামী, ১/২৯৬, ৩০২ কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

⑥ তিন বার কুলি করা।

[বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফফান রাঃ, শামী, ১/৩০৬, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

⑦ তিন বার নাকে পানি দেওয়া এবং বাঁম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা নাক পরিস্কার করা।

[বুখারী: ১৮৫, উসমান বিন আফফান রাঃ, শামী: ১/৩০৬, ৩০৮ কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

⑧ তিনবার মুখ ধৌত করা (এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত এবং কপালের চুলের গোড়া হতে দাড়ির হাড়ের (থুতনীর) নীচ পর্যন্ত)

[বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফফান রাঃ, শামী: ১/২৩৫, কিতাবুত তাহরাত ও আরকানুল অযু, ১/৩১৫, কিতাবুত তাহরাত ও সুনানুল অযু]

⑨ তিনবার উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা, প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত এবং আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা।

[বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফফান রাঃ, শামী: ১/২৪৭, কিতাবুত তাহরাত ও আরকানুল অযু, ১/৩১৫, ৩৩২ কিতাবুত তাহরাত ও সুনানিল অযু]



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



- ১০ হাত পানিতে ভিজিয়ে পূর্ণ মাথা, অতঃপর কান তারপর ঘাড় একবার মাসেহ করা ।

[বুখারী, ১৯২, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাঃ; তিরমিযী: ৩৬, ইবনে অক্বাস রাঃ, তালখীছুল হাবীর: ১/২৮৮, বাবু সুনানিল অযু; শামী, ১/৩২৩, ৩৩৬, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

- ১১ তিনবার উভয় পা টাখনু হতে উপর পর্যন্ত ধৌত করা, প্রথমে ডান পা, অতঃপর বাম পা এবং আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা ।

[বুখারী : ১৫৯, উসমান বিন আফফান রাঃ, শামী : ১/২৪৭, আরকানুল অযু : ৩১৫-৩৩২, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

- ১২ মুখমন্ডল, হাত ও পা ভালভাবে মলে ধৌত করা ।

[মুসনাদে আহমাদ: ১৬৪৪১, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাঃ, শামী: ১/৩৩১, কিতাবুত তাহরাত, সুনানুল অযু]

- ১৩ উযূর পরের দু'আ পড়া ।

[তিরমিযী: ৫৫, উমর রাঃ, শামী: ১/৩৪৫ কিতাবুত তাহরাত সুনানুল অযু]

নামাযের সুন্নাত পদ্ধতি

কিয়াম এবং উভয় হাত উঠানোর নিয়ম

- ১ তাকবীরে তাহরীমার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং মাথা না বুকানো ।

[সূরায়ে বাক্বার: ২৩৮, শামী: ৩/৪৭৯, সুনানুস সালাত]

- ২ তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো ।
(তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত দ্বারা কান স্পর্শ করা জরুরি নয় ।)

[মুসলিম: ৮৯১, মালিক বিন হুআইরিস রাঃ, শামী: ৪/৪, বাবু সিফাতিস সালাত, ফাসল]

- ৩ হাতের তালুদ্বয় ক্বিবলার দিকে রাখা ।

[শামী: ৪/৪ বাবু সিফাতিস সালাত]



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



- ৪) আঙ্গুলসমূহকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা, অর্থাৎ না বেশী খোলা রাখা আর না বেশী বন্ধ রাখা ।

[সহীহ ইবনে খুযাইমা:৪৫৯, আবু হুরাইরা রাঃ, শামী:৩/৪৭৬, সুনানুস সালাত]

- ৫) উভয় পায়ের মাঝে (কমপক্ষে চার আঙ্গুল পরিমাণ) ব্যবধান রাখা এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে ক্বিবলার দিকে রাখা ।

[নাসাঈ:৮৯৩, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ, শামী:৩/৩৮৪, বাহসুল ক্বিয়াম]

- ৬) দাড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সাজদার স্থানে রাখা ।

[আস সুনানুল কুবরা: ৩৬৮৬০, আনাস রাঃ, শামী:৩/৪৮৯, আদাবুস সালাত]

হাত বাঁধার পদ্ধতি

- ১) ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা ।

[বুখারী:৭৪০, সাহলিবনি সাদ রাঃ, শামী: ২/১৭২, সুনানুস সালাত]

- ২) কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে গোল করে বাম হাতের কজিকে ধরা ।

[মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ মা শরহিহী ২/৬২, শামী: ৪/১৯, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ৩) মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর বিছিয়ে দেওয়া ।

[মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ মা শরহিহী ২/৬২, শামী: ৪/১৯, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ৪) নাভির নীচে হাত বাঁধা ।

[আবু দাউদ:৭৫৮, আবু হুরাইরা রাঃ, শামী ৪/১৮, সুনানুস সালাত]

রুকুর পদ্ধতি

- ১) রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে যাওয়া ।

[বুখারী:৭৮৯, আবু হুরাইরা রাঃ, শামী ৪/৪০, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ২) রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাটু আঁকড়ে ধরা । [আবু দাউদ:৭৩৪, আবু হুমাইদ রাঃ]

- ৩) হাটু ধরার সময় আঙ্গুল খুলে রাখা ।

[আবু দাউদ:৭৩১, আবু হুমাইদ রাঃ, শামী: ৪/৪০, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ৪) পায়ের গোছাকে সোজা রাখা ।

[মুজামে কাবীর: ১২৭৮১, ইবনে আব্বাস রাঃ, শামী:৪/৪০, বাবু সিফাতিস সালাত]



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



৫ পিঠ একেবারে সোজা রাখা ।

[বুখারী:৮২৮, আবু হুমাইদ রাঃ, শামী:৪/৪০, বাবু সিফাতিস সালাত]

৬ মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দৃষ্টি পায়ের উপর রাখা ।

[আবু দাউদ:৭৩১, আবু হুমাইদ রাঃ, শামী:৪/৪০, বাবু সিফাতিস সালাত]

৭ রুকুতে কমপক্ষে তিনবার “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ” বলা ।

[আবু দাউদ:৮৮৬, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ, শামী:৪/৪০, বাবু সিফাতিস সালাত]

৮ রুকু হতে উঠার সময় ইমাম “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَدَّثَهُ” মুজাদী বলবে
“رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ” এবং একাকী নামায আদায়কারী উভয়টি বলা ।

[বুখারী:৭২২ আবু হুরাইরা রাঃ, শামী ৪/৪৯, বাবু সিফাতিস সালাত]

৯ রুকু হতে উঠে একেবারে সোজা হয়ে শান্তভাবে দাঁড়ানো ।

[বুখারী: ৮২৮, আবু হুমাইদ রাঃ, শামী:৪/৪৯, বাবু সিফাতিস সালাত]

নোট: রুকু হতে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে “ক্বাওমা” বলে, এই
ক্বাওমা ওয়াজিব, সেজন্য সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত,

[বুখারী: ৭৯৩, আবু হুরাইরা রাঃ, শামী: ৩/৪৪৫, বাবু ওয়াজিবাতিস সালাত]

সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি

১ তাকবীর বলাবস্থায় সিজদায় যাওয়া ।

[বুখারী:৭৮৯, আবু হুরাইরা রাঃ, শামী:৪/৫৪, বাবু সিফাতিস সালাত]

২ সিজদায় যাওয়ার সময় মাথা এবং বুক না বুকানো, বরং সোজা রাখা ।

[শামী:৪/৪৫, বাবু সিফাতিস সালাত]

৩ প্রথমে উভয় হাটু মাটিতে রাখা অতঃপর উভয় হাত, অতঃপর নাক তারপর কপাল রাখা ।

[আবু দাউদ: ৮৩৮, ওয়াইল বিন হাজর রাঃ, শামী: ৪/৪৫, বাবু সিফাতিস সালাত]

সিজদা করার পদ্ধতি

১ উভয় হাতের মাঝে সিজদা করা ।

[মুসলিম: ৯২৩, ওয়াইল বিন হাজর রাঃ, শামী:৪/৫৪, বাবু সিফাতিস সালাত]



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



২) সিজদার সময় নাক ও কপাল উভয়টি মাটিতে রাখা ।

[মুসলিম: ১১২৭, ইবনে আক্বাস রাহিমাহুল্লাহ, ৪/৫৪, বাবু সিফাতিস সালাত]

৩) সিজদার সময় পেটকে উভয় রান হতে পৃথক রাখা ।

[মুসলিম: ১১৩৫, মাইমূনা রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৪/৬২, বাবু সিফাতিস সালাত]

৪) বাহুদ্বয়কে পাজরদ্বয় হতে বিচ্ছিন্ন রাখা ।

[বুখারী: ৩৯০, আব্দুল্লাহ বিন মালিক রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৪/৬২, বাবু সিফাতিস সালাত]

৫) উভয় কনুইকে মাটি হতে উঠিয়ে রাখা ।

[মুসলিম: ১১৩২, বার' রাহিমাহুল্লাহ]

৬) সিজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” পড়া ।

[আবু দাউদ: ৮৮৬, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৪/৬৩, বাবু সিফাতিস সালাত]

৭) সিজদার সময় উভয় পায়ের আঙ্গুল মাটিতে রেখে ক্বিবলার দিকে বাঁকিয়ে দেওয়া । [বুখারী: ৮২৮, আবু হুমাইদ সায়েদী রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৪/৬৩, বাবু সিফাতিস সালাত]

৮) সিজদাবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহকে কেবলামুখী করে মিলিয়ে রাখা ।

[সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৯২০, ওয়াইল বিন হাজার রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৪/৬৩, বাবু সিফাতিস সালাত]

৯) সিজদাবস্থায় দৃষ্টি নাকের দিকে রাখা । [শামী: ৩/৪৮৯, বাবু সিফাতিস সালাত]
সিজদা হতে উঠার তাকবীর বলা ।

[বুখারী: ৭৮৯, আবু হুরাইরা রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৪/৭৩, বাবু সিফাতিস সালাত]

নোট: উভয় সিজদার মাঝে শান্তভাবে বসাকে “জালসাহ” বলে । এই জালসা করা ওয়াজিব, সেজন্য সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত ।

[বুখারী: ৭৯৩, আবু হুরাইরা রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৩/৪৪৫, ওয়াজিবাতিস সালাত]

সিজদা হতে ওঠার পদ্ধতি

১) সিজদা হতে ওঠার সময়ও মাথা এবং বুক না বুকানো; বরং সোজা রাখা ।

[শামী: ৪/৭৩, বাবু সিফাতিস সালাত]

২) উঠার সময় প্রথমে কপাল, অতঃপর নাক অতঃপর উভয় হাত এরপর উভয় হাঁটু উঠানো । [আবু দাউদ: ৮৩৮, ওয়াইল বিন হাজার রাহিমাহুল্লাহ, শামী: ৪/৫৫, বাবু সিফাতিস সালাত]



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



বৈঠক করার পদ্ধতি

- ১) ডান পাকে খাড়া করে রেখে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে কিবলার দিকে রাখা।

[আবু দাউদ: ৭৮৩, আয়েশা রাঃ, শামী: ৪/৮২, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ২) উভয় হাত রানের উপর রাখা এবং দৃষ্টি কোলের দিকে রাখা।

[আবু দাউদ : ৭২৬, ওয়াইল বিন হাজার রাঃ, শামী : ৪/৮২, বাবু সিফাতিস সালাত ৩/৪৮৯, আদাবুস সালাত]

- ৩) বসে তাশাহুদ পড়া।

[বুখারী: ১২০২, ইবনে মাসউদ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত, শামী: ৪/৫০, ওয়াজিবতিস সালাত]

- ৪) তাশাহুদের মধ্যে মাঝখানের আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার আবৃত্তি বানিয়ে “الله أكبر” বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠানো এবং “أشهد أن لا إله إلا الله” বলার সময় নামানো।

[আবু দাউদ: ৭২৬, ওয়াইল বিন হাজার রাঃ, ইলাউস সুনান ২/৮৮৩, শামী: ৪/৮৫, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ৫) শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়া।

[বুখারী: ৩৩৭০, কায়ার বিন হুজরাহ রাঃ, শামী: ৪/৯১, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ৬) দুরুদ শরীফের পর দু’আয়ে মাসূরা পড়া।

[বুখারী: ৮৩৪, আবু বকর রাঃ, শামী: ৪/১২০, বাবু সিফাতিস সালাত]

সালাম ফিরানোর পদ্ধতি

- ১) উভয় দিকে সালাম ফিরানো।

[মুসলিম: ১৩৪৩, সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ, শামী: ৪/১২৮, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ২) প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।

[মুসলিম: ১৩৪৩, সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ, শামী: ৪/১২৮, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ৩) সালাম ফেরানোর সময় ঘাড় এই পরিমাণ ঘুরানো যে পিছের মানুষ চোয়াল দেখতে পায়।

[মুসলিম: ১৩৪৩, সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ, শামী: ৪/১২৮, বাবু সিফাতিস সালাত]



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



৪) ইমামের জন্য মুক্তাদী, ফেরেস্তা ও নেককার জিনদের নিয়ত করা ।

[আওনুল মাবুদ: ৩/২১২, শামী: ৪/১৩৪, বাবু সিফাতিস সালাত]

৫) মুক্তাদীর জন্য নিজ ইমাম, ফেরেস্তা, নেককার জিন এবং ডানে ও বামের মুসল্লীদের নিয়ত করা । [ইবনে মাজাহ: ৯২২, সামুরা বিন জুনদুব রাঃ, শামী: ৪/১৩৫, বাবু সিফাতিস সালাত, আওনুল মাবুদ: ৩/২১২]

৬) একাকী নামায আদায় কারীর জন্য শুধুমাত্র ফেরেস্তাদের নিয়ত করা ।

[শামী: ৪/১৩৫, বাবু সিফাতিস সালাত]

৭) মুক্তাদীর জন্য ইমামের সাথে সালাম ফিরানো ।

[বুখারী: ৮৩৮, উতবান বিন মালিক রাঃ, শামী: ৪/১২৮, বাবু সিফাতিস সালাত]

৮) দ্বিতীয় সালাম-এর আওয়াজকে প্রথম সালাম-এর আওয়াজের তুলনায় নীচু করা ।

[মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবাহ: ৩০৫২, আলী রাঃ, শামী: ৪/১৩২, বাবু সিফাতিস সালাত, ফাসলুন]

নামায

মহিলাদের নামাযের পার্থক্যসমূহ

১) তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে কিন্তু হাত ওড়নার বাইরে বের করবে না ।

[মুজামে কাবীর লিত তাবরানী: ১৭৪৯৭, ওয়াইল বিন হাজার রাঃ, জুযউ রফইল যাদাইন লিল বুখারী: ২২, আবদে রব্বিহী রাঃ, শামী: ৪/৭১, বাবু সিফাতিস সালাত]

২) মহিলারা হাত বুকুর উপর বাঁধবে এবং ডান হাতের তালুকে বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে ।

[শামী: ৪/৭১, বাবু সিফাতিস সালাত]

৩) রুকুর সময় মহিলারা অল্প একটু বুকবে অর্থাৎ শুধুমাত্র এই পরিমাণ বুকবে যে, হাত হাটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, পিঠ একেবারে সোজা রাখবে না,



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



উভয় হাত হাঁটুর উপর শুধুমাত্র রেখে দিবে, হাঁটুকে আঁকড়ে ধরবে না, আর যতদূর সম্ভব সংকুচিত হয়ে রংকু করবে।

[মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবা: ২৭৭৮, ইবনে আব্বাস রাঃ, শামী: ৪/৭১, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ⑧ সিজদার সময় মহিলারা পা খাড়া করবে না, বরং ডান দিকে বের করে দিবে, (খুবই সংকুচিত ও জড়সড় হয়ে সিজদা করবে যেন পেট রানের সাথে এবং বাহুদ্বয় বগলের সাথে মিলে যায়) এবং উভয় হাত মাটিতে রাখবে।

[মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫০৭২, আলী রাঃ, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী : ৩৩২৪, ৩৩২৫, ইবনে উমর রাঃ, শামী: ৪/৭১, বাবু সিফাতিস সালাত]

- ⑤ যখন বৈঠকে বসবে তখন উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং উভয় হাত রানের উপর রাখবে এবং আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে।

[মুসনাতে ইমাম আযম আবু হানীফা রাঃ ১৩৬, ইবনে উমর রাঃ, শামী: ৪/৭১, বাবু সিফাতিস সালাত]

নামায পড়ার পদ্ধতি

নামায পড়ার জন্য উত্তম রূপে উষু করে কেবলামুখী হয়ে দাড়াতে হবে। তারপর যে নামায পড়ার ইচ্ছা করবে, মনে মনে ঐ নামাযের নিয়্যাত করতে হবে। যেমন ফজরের নামায কিংবা যোহরের নামায পড়ছি এবং ফরয, সুন্নাত অথবা নফল নামায নির্ধারণ করে নিবে। নিয়্যাত মৌখিকভাবে করা উত্তম। নামাযের নিয়্যাত করে দু'হাত উভয় কান পর্যন্ত তুলে তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ “الله أكبر” বলে দুই হাত (বাম হাতের উপরে ডান হাত) নাভির নিচে বাঁধবে।



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



তারপর ছানা পড়বে :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

তারপর তাআওউয পড়বে:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

তারপর সূরা ফাতেহা পড়বে:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

সূরায়ে ফাতেহা পড়ার পর নিচু স্বরে “আমীন” বলবে,

তারপর পুনঃরায় “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” পড়বে।

তারপর কুরআনের কোন একটি সূরাহ পড়বে যেমন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

তারপর اللَّهُ أَكْبَرُ বলতে বলতে রুকুতে যাবে। তারপর রুকুর তাসবীহ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ কমপক্ষে তিনবার পড়বে। তারপর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতে বলতে ধীর-স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর যদি ইমামের পিছনে ইজ্জদা হয়, তবে ইমামের رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। তারপর اللَّهُ أَكْبَرُ বলে সাজদায় যাবে এবং সাজদার তাসবীহ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ কমপক্ষে তিনবার পড়ার পর اللَّهُ أَكْبَرُ বলে দ্বিতীয় সাজদায় যাবে এবং দ্বিতীয় সাজদার তাসবীহ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ কমপক্ষে তিনবার পড়বে। তারপর اللَّهُ أَكْبَرُ বলে দ্বিতীয় রাকাতের পর সোজা দাঁড়িয়ে যাবে



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



এবং এমনিভাবে পুনঃরায بِسْمِ اللَّهِ সহ সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পর আবার بِسْمِ اللَّهِ সহ অন্য কোন সূরা পড়বে যেমন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ۝

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

এভাবে দ্বিতীয় রাকাত পুরো করে বৈঠকে বসবে ।

তারপর তাশাহ্‌হুদ পড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শেষ পর্যন্ত, কিন্তু যখন পর্যন্ত পৌছবে তখন মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল মিলিয়ে গোলাকার আবৃত্তি বানিয়ে নিবে । তারপর اَللّٰهُمَّ পড়তে পড়তে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠাবে এবং اَللّٰهُمَّ বলা মাত্র আঙ্গুল নীচে নামিয়ে ফেলবে, কিন্তু নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোলাকার বৃত্তকে বাকী রাখবে । তারপর দুরুদ শরীফ পড়বে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ শেষ পর্যন্ত, তারপর দু'আয়ে মাসূরা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ পড়বে শেষ পর্যন্ত, তারপর اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ বলে প্রথমে ডান দিকে, তারপর আবার বলে বাম দিকে সালাম ফেরাবে । এমনি ভাবে দুই রাকাত নামায সম্পূর্ণ করতে হবে ।

কিন্তু যদি তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হয়, তবে اَلْحَمْدُ এর পর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে । এবং (ফরয) নামায ছাড়া বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী নামায সম্পূর্ণ করে শেষ বৈঠকের জন্য বসবে । (ফরয নামাযে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতের শুধুমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পড়বে অন্য কোন সূরা পড়বে না) এবং তাশাহ্‌হুদ, দুরুদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায সম্পূর্ণ করবে ।



৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দীনিয়াত ১ম বর্ষে আসমাউল হুসনা অধ্যায় থেকে মাত্র ১৫ টি গুণবাচক নাম এমন ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যেন চলতী মাসের নামের সাথে বিগত মাসের নামও উল্লেখ থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকতার সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাম সহজে মুখস্থ করতে সক্ষম হবে। আসমাউল হুসনা শিক্ষার্থীদেরকে সমবেত ভাবে মুখস্থ করাবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহ মূলক কথা

আসমাউল হুসনা : মহান আল্লাহর নামসমূহকে আসমাউল হুসনা বলে।

কুরআন : وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا :

অর্থ : মহান আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা সে সকল নাম নিয়ে তাকে স্মরণ কর। [সূরায় আ'রাফ : ১৮০]

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর ৯৯ টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত নামসমূহ মুখস্থ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিম : ৬৮০৯, আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه]

আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে এবং ঐ সমস্ত নাম মুখস্থকরার ব্যাপারে হাদিসে অনেক ফযিলতের কথা এসেছে, যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই পবিত্র নাম নিয়ে দু'আ করলে মহান আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ অবশ্যই কবুল করে নেন।

الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ
الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ
الْمَلِكُ
الْمُؤْمِنُ

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

সবক : ১ আসমাউল হুসনা ১,২,৩

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْمَلِكُ

অধিপতি

الرَّحِيمُ

পরম দয়ালু

الرَّحْمَنُ

অতি দয়াময়

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ

৬

ষষ্ঠ মাসে

২০

দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের

স্বাক্ষর

অভিভাবকের

স্বাক্ষর

সবক : ২

আসমাউল হুসনা ৪,৫,৬

الْمُؤْمِنُ

নিরাপত্তা
বিধায়ক

السَّلَامُ

শান্তিময়

الْقُدُّوسُ

পবিত্র

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

৭

সপ্তম মাসে

২০

দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের

স্বাক্ষর

অভিভাবকের

স্বাক্ষর

আসমাউল হুসনা



৩- আকাযিদ, মাসায়িল

[আসমাউল হুসনা]

الْمُهَيِّينُ
الْعَزِيزُ
الْمُبَكِّرُ
الْبَارِئُ
الْخَالِقُ

সবক : ৩

আসমাউল হুসনা ৭,৮,৯

الْجَبَّارُ

প্রবল

الْعَزِيزُ

পরাক্রমশালী

الْمُهَيِّينُ

আশ্রয় দাতা

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

৮

অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

আসমাউল হুসনা

সবক : ৪

আসমাউল হুসনা ১০,১১,১২

الْبَارِئُ

উদ্ভাবন কর্তা

الْخَالِقُ

স্রষ্টা

الْمُبَكِّرُ

মহিমান্বিত

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ

৯

নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ

الْقَهَّارُ

৩- আকায়িদ, মাসায়িল

[আসমাউল হুসনা]



সবক : ৫ আসমায়ে হুসনা ১৩, ১৪, ১৫

الْقَهَّارُ

الْغَفَّارُ

الْمُصَوِّرُ

মহাপরাক্রান্ত

পরম ক্ষমাশীল

আকৃতি দাতা

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّئُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ

১০

দশম মাসে

২০

দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

আসমাউল হুসনা



৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসায়িল]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দীনিয়াত ১ম বর্ষে মাসাইল অধ্যায় থেকে উয়ূর ফরয গোসলের ফরয, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নামাযের রাকাত সংখ্যা এবং নামাযের শর্তসমূহ আনা হয়েছে।

মাসাইল মুখস্থ করানোর উপর বিশেষ দৃষ্টি দিবেন এবং তা সম্মিলিতভাবে মুখস্থ করাবেন, আর বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন করে সমস্ত মাসাইল শিক্ষার্থীদের স্মৃতিপটে ভালভাবে বসিয়ে দিবেন। বিশেষ করে অয়ূর ফরযের মধ্যে মুখমণ্ডলের পরিসীমা ইত্যাদিকে ইশারা করে প্রকাশ করে দেবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা তা দেখে ভালভাবে বুঝে নেয়। আর কখনো কখনো ভালোবাসা ও প্রীতির সাথে উৎসাহ দিবেন যে, মুখস্থকৃত মাসায়িলসমূহ, কে কে আপন ভাই-বোনদেরকে শিক্ষা দিবে?



৩- আকাইদ, মাসাইল [মাসায়িল]



পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

মাসাইল : শরীয়তের ঐ সমস্ত কথা যার মধ্যে আমলের পদ্ধতি অথবা তার শুদ্ধ-অশুদ্ধের আলোচনা করা হয় তাকে মাসাইল বলে ।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ।
[ইবনে মাজাহ: ২২৪, আনাস رضي الله عنه]

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন ।
[বুখারী: ৭১, মুয়াবিয়া رضي الله عنه]

ইলম ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত । ইলমের মাধ্যমে মানুষের আমল সহীহ হয় এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-যাপন করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় । আমাদের জীবন যেন আল্লাহর হুকুম এবং তার প্রিয় রাসূল ﷺ এর আদর্শে অতিবাহিত হয়, সেজন্য আমাদেরকে মাসাইলের ইলমও অর্জন করতে হবে ।



৩- আকায়িদ, মাসায়িল [মাসায়িল]



সবক : ১

গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের ফরয তিনটি:

- ① মুখ ভরে কুলি করা । [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]
- ② নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো । [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]
- ③ সমস্ত শরীরে (এমনভাবে) পানি পৌঁছানো (যেন একটি পশমও শুষ্ক না থাকে ।) [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

৬	ষষ্ঠ মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	-----------	----	-------------	-------	-------------------	--------------------

সবক : ২

উযূর ফরযসমূহ

উযূর ফরয ৪ টি:

- ① সমস্ত মুখমন্ডল ধোয়া (কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত ও এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত মুখমন্ডল ধোয়া ।) [শামী : ১/২৩৫ আরকানুল ওযূ]
- ② কনুইসহ দু'হাত ধোয়া । [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]
- ③ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করা । [শামী : ১/২৪৭, আরকানুল ওযূ]
- ④ গোড়ালীসহ দু'পা ধোয়া । [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]

৭	সপ্তম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	----	-------------	-------	-------------------	--------------------



৩- আকায়েদ, মাসায়িল

[মাসায়িল]



সবক : ৩ পাঁচ ওয়াক্তের নামায

প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। যেমন-

- ① ফজর ② যোহর ③ আসর ④ মাগরিব ⑤ ইশা

রাকা'আত সংখ্যা

- ① ফজরের নামায মোট ৪ রাকা'আত।

[বাদায়িউসসানায়ি' : ১/৯১, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদি রাকাআতিহা: ১/২৮৪, আসসালাতুল মাসনূনাহ]

- ② যোহরের নামায মোট ১২ রাকা'আত।

[বাদায়িউসসানায়ি' : ১/৯১, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদি রাকাআতিহা: ১/২৮৪, আসসালাতুল মাসনূনাহ]

- ③ আসরের নামায মোট ৮ রাকা'আত।

[বাদায়িউসসানায়ি' : ১/৯১, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদি রাকাআতিহা: ১/২৮৪, আসসালাতুল মাসনূনাহ]

- ④ মাগরিবের নামায মোট ৭ রাকা'আত।

[বাদায়িউসসানায়ি' : ১/৯১, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদি রাকাআতিহা: ১/২৮৪, আসসালাতুল মাসনূনাহ]

- ⑤ ইশার নামায মোট ১৭ রাকা'আত।

[বাদায়িউসসানায়ি' : ১/৯১, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদি রাকাআতিহা: ১/২৮৪, আসসালাতুল মাসনূনাহ]

৮	৯	মাসে ৩০ দিন পড়বেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	---	--------------------	-------	-------------------	--------------------



৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসায়িল]



সবক : ৪

নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের বাইরে ৭ ফরয, যাকে 'শারায়তে' বলে ।

১) শরীর পাক হওয়া ।

[শামী : ৩/২৪২, বাবু গুরুতিস সালাহ্]

২) কাপড় পাক হওয়া ।

[শামী : ৩/২৪২, বাবু গুরুতিস সালাহ্]

৩) নামাযের জায়গা পাক হওয়া ।

[শামী : ৩/২৪২, বাবু গুরুতিস সালাহ্]

৪) সতর ঢাকা ।

[শামী : ৩/২৪৯, বাবু গুরুতিস সালাহ্]

৫) নামাযের সময় হওয়া ।

[বাদায়িউসসানায়িউ : ১/১২১, ফাসলুন ফি
শারায়িতি আরকানিস সালাহ্]

৬) ক্বিবলার দিকে মুখ করা ।

[শামী : ৩/৩৩০, বাবু গুরুতিস সালাহ্]

৭) নিয়্যাত করা ।

[শামী : ৩/২৮৫, বাবু গুরুতিস সালাহ্]

৯ ১০ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

‘ইসলামী জ্ঞান’ অধ্যায়ে বাচ্চাদের জন্য প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে আক্বায়িদ, ইবাদাত ও ইসলামের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের জানা অতি জরুরি। প্রশ্নোত্তরগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

ইসলামী জ্ঞান : দীন ইসলামের কথা জানাকে ‘ইসলামী জ্ঞান’ বলে।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।

[আবু দাউদ : ৩৬৪১, আবু দারদা]

ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, আর ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে হাদিসে অসংখ্য ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার মর্যাদা অনেক বেশী। সমস্ত সৃষ্টিজীব ইলমে দ্বীন অর্জনকারীর জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করে, ফেরেস্তারা তালেবে ইলমের জন্য তাদের চলার পথে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়, সুবহানআল্লাহ।

ইসলামী জ্ঞান



৪- ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]



সবক : ১

প্রশ্ন : তুমি (ধর্মসূত্রে) কে ?

উত্তর : আমি মুসলমান ।

[সূরায়ে আহকাফ : ১৫]

প্রশ্ন : তোমার ধর্ম কি ?

উত্তর : আমার ধর্ম ইসলাম ।

[সূরায়ে আলে ইমরান : ১৯]

প্রশ্ন : ইসলাম কি শিক্ষা দেয় ?

উত্তর : ইসলাম এ কথা শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল ।

[বুখারী : ৩৪৩৫, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)]

প্রশ্ন : ইসলামের কালিমা (ধর্মীয় বাণী বা প্রতিজ্ঞাবাক্য) কি ?

উত্তর : ইসলামের কালিমা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

[আল মু'জামে সাগীর : ৯৯২, উমর (রাঃ)]

প্রশ্ন : আমাদেরকে এবং চন্দ্র, সূর্য, আসমান-যমীনসহ সমস্ত সৃষ্টি জগতকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : আমাদেরকে এবং চন্দ্র, সূর্য, আসমান-যমীনসহ সমস্ত সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন । [সূরায়ে আনকাবূত : ৬১, সূরায়ে সাজদা:]

১ ২ মাসে ২৫ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক : ২

প্রশ্ন : আমাদেরকে কে রিযিক দান করেন?

উত্তর : আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রিযিক দান করেন।

[সূরায় সাবা : ২৪]

প্রশ্ন : আমাদের মুনাজাত কে শোনেন ?

উত্তর : আমাদের মুনাজাত আল্লাহ তা'আলা শোনেন।

[সূরায় বাকরাহ : ১৮৬]

প্রশ্ন : জীবন-মরণ কে দান করেন?

উত্তর : জীবন-মরণ আল্লাহ তা'আলা দান করেন। [সূরায় শুরাহা : ৮১]

প্রশ্ন : মুসলমান একমাত্র কার সম্মুখে তার মাথা নত করে ?

উত্তর : মুসলমান একমাত্র আল্লাহর সম্মুখে তার মাথা নত করে।

[সূরায় হজ্জ : ১৮]

প্রশ্ন : মহা ঐশীগস্থ আল-কুরআনুল কারীম কার কিতাব?

উত্তর : মহা ঐশীগস্থ আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহর কিতাব।

[সূরায় ফাতির : ২৯]

২

৩

মাসে ২৫ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

ইসলামী জ্ঞান



৪- ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]



সবক : ৩

প্রশ্ন : আল-কুরআনুল কারীম কী শিক্ষা দেয় ?

উত্তর : আল-কুরআনুল কারীম ইহকাল ও পরকালের সকল প্রকার কল্যাণ শিক্ষা দেয় । [সূরায়ে বানি ইসরাঈল : ৯]

প্রশ্ন : মৃত্যুর পর কি পুনঃরায জীবিত হতে হবে ?

উত্তর : হ্যাঁ, মৃত্যুর পর পুনঃরায জীবিত হতে হবে । [সূরায়ে ইয়াসিন : ৭৯]

প্রশ্ন : ফেরেস্তু কাদের বলে ?

উত্তর : নূরের তৈরী এক ধরণের সৃষ্টিকে ফেরেস্তু বলে । [মুসলিম : ৭৬৮৭, আয়েশা রাঃ]

প্রশ্ন : ফেরেস্তুার সংখ্যা কত ?

উত্তর : অগণিত, অসংখ্য । তাদের সংখ্যা মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জানা নেই । [সূরায়ে মুদ্দাসসির : ৩১]

প্রশ্ন : বিখ্যাত ফেরেস্তু কত জন ?

উত্তর : বিখ্যাত ফেরেস্তু ৪ (চার) জন । [উমদাতুল ক্বারী : ২২/ ৪৫৮]

৩ ৪ মাসে ২৫ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক : ৪

প্রশ্ন : বিখ্যাত ফেরেশতাদের নাম বল ।

উত্তর : হযরত জিব্রাইল عليه السلام হযরত মিকাইল عليه السلام হযরত আযরাক্স عليه السلام

এবং হযরত ইসরাফীল عليه السلام

[উমদাতুল ক্বারী : ২২/ ৪৫৮]

প্রশ্ন : ইসলামের বুনিয়াদ (ভিত্তি) কয়টি জিনিসের উপর ?

উত্তর : ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর, যথা- কালিমা

নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ।

[বুখারী : ৮, ইবনে উমর رضي الله عنه]

প্রশ্ন : ইসলাম ধর্মে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত কোনটি ?

ইসলাম ধর্মে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামায ।

[মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৯, আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه]

প্রশ্ন : কোন্ মাসের রোযা ফরয ?

উত্তর : রমাযান মাসের রোযা ফরয ।

[সূরায়ে বাকারাহ : ১৮৫]

প্রশ্ন : মুসলমান হজ্ব করতে কোথায় যায় ?

উত্তর : মুসলমান হজ্ব করতে মক্কা মুকাররমায় যায় ।

[সূরায়ে আলে ইমরান : ৯৬-৯৭]

৪

৫

মাসে ২৫ দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

ইসলামী জ্ঞান



৪- ইসলামী তারবিয়াত

[বক্তৃতা ও দু'আ]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দ্বিনিয়াত কোর্সে বক্তৃতা অধ্যায় আনার উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন শৈশব থেকেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে এবং নির্দিধায় অন্যের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শৈশব থেকেই দা'ঈ হিসাবে গড়ে তুলাই দ্বিনিয়াতের উদ্দেশ্য। বক্তৃতাগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পালাক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতাগুলো শুনবেন। কুরআনী দু'আসমূহ অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন।

পরিভাষা ও উৎসাহ মূলক কথা

বক্তৃতা ও দু'আ : দীন ইসলামের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরাকে “বক্তৃতা” বলে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াকে “দু'আ” বলে।

কুরআন : ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۞ عَلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ ۞ [সূরায় রহমানঃ ৩,৪]

অনুবাদ : আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বক্তৃতা শিক্ষা দিয়েছেন।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, দু'আ মু'মিনের হাতিয়ার।

[মুস্নাদে আবি য়ালা: ১৮১২, জাবির বিন আব্দুল্লাহ ۳০]

ইসলামের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছানো প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। দ্বিনি দাওয়াতের বড় একটি মাধ্যম হল বয়ান বা বক্তৃতা। সুতরাং বিশ্বব্যাপী সকল উম্মতের কাছে ইসলামের দাওয়াতকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের বক্তৃতা চর্চা করা উচিত। এজন্য খুব দু'আ করতে হবে যেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের দা'ঈ হিসেবে কবুল করেন এবং বেশী বেশী দাওয়াতের কাজ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[বক্তৃতা ও দুআ]

দ্বীনের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ..... أَمَّا بَعْدُ!

সম্মানিত সূধী!

আমাদের উপর আল্লাহর অনেক বড় মেহেরবাণী ও দয়া, যে তিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং আমাদেরকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সবচেয়ে প্রিয়তম ও সহজ দ্বীন আমাদেরকে দান করেছেন। যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের পূর্ণ জীবন আল্লাহর আদেশ ও নবী কারীম ﷺ এর নূরানী তরীকানুযায়ী অতিবাহিত করতে পারি। যদি আমরা দ্বীনের উপর চলি তবে তার বিনিময়ে আমরা দুনিয়ার উত্তম জীবন ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জান্নাত প্রাপ্ত হব।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দু'আ

رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

[সূরাহ বাকারাহ: ২০১]

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নমের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

বক্তৃতা, দু'আ



৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

সীরাত অধ্যায়ে ইসলামী জ্ঞানের মত প্রশ্নউত্তরের আঙ্গিকে নবীজী ﷺ এর জীবনী আনা হয়েছে। নবীজী ﷺ এর জীবন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো জানা একান্ত জরুরি, সেই বিষয়গুলোই এখানে একত্রিত করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে মুখস্থ করাতে হবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সীরাত: আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবন বৃত্তান্তকে সীরাত বলে।

কুরআন: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [সূরায় আহযাব: ২১]

অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

হাদীস: প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষ হতে অধিক প্রিয় হব।

[বুখারী: ১৫, আনাস রাঃ]

প্রিয় নবীজী ﷺ এর সীরাত জানা ও পড়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য খুব জরুরী। সীরাত অধ্যয়নের দ্বারা নবীজী ﷺ এর প্রতি ভালভাসা সৃষ্টি হয়। এজন্য আমাদেরকে বেশী বেশী সীরাত অধ্যয়ন করতে হবে। পাশাপাশি নবীজীর আদর্শকে নিজেদের জীবনের একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা দান করবেন।

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সবক : ১

প্রশ্ন : নবী কে হন?

উত্তর : নবী আল্লাহ্ তা'আলার নির্বাচিত সৎ বান্দা হন, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

প্রশ্ন : আমাদের প্রিয় ব্যক্তি কে?

উত্তর : আমাদের প্রিয় ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর নাম কি ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ এর নাম হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/২৩৭]

প্রশ্ন : আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

উত্তর : আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

[ই'লামুল নববিয়াহ্ : ১/১৯৮]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ কখন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ রবিউল আওয়াল মাসের সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

[আসসীরাতুন নুববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/২৯৪]

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

সীরাত



৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]



সবক : ২

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর পিতার নাম কি ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/২৯৪]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর মাতার নাম কি ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ এর মাতার নাম আমিনা ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/৩০৫]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর দাদার নাম কি ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ এর দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/৩০৫]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর চাচার (যিনি তার লালন পালন করেছিলেন) নাম কি ছিল ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ এর চাচার নাম ছিল আবু তালিব ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/৩১৮]

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাতে]

সবক : ৩

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর কতজন পুত্র সন্তান ছিল?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ এর তিনজন পুত্র সন্তান ছিল;
① আব্দুল্লাহ ﷺ ② কাসিম ﷺ ③ ইব্রাহীম ﷺ

[আসসীরাতুন নববিয়াহ লিবনে কাসীর : ১/২৬৪]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর কতজন কন্যা সন্তান ছিল?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ -এর চারজন কন্যা সন্তান ছিল;
① য়ানাব ﷺ , ② রুকাইয়া ﷺ , ③ উম্মে কুলসুম
ﷺ ④ ফাতিমা ﷺ ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ লিবনে কাসীর : ১/২৬৪, ইবনে আব্বাস ﷺ]

প্রশ্ন : মৃত্যুর সময় আমাদের নবীজী ﷺ -এর বয়স কত ছিল ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ -এর বয়স ৬৩ (তিষটি) বছর ছিল ।

[বুখারী : ৪৪৬৬, আয়েশা ﷺ]

৮ অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

সীরাতে



৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সবক : ৪



প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ কে আরবের লোকেরা কি বলে ডাকত?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ কে আরবের লোকেরা সাদিক (সত্যবাদী) এবং আল আমীন (আমানতদার) বলে ডাকত।

[আননুবুওয়াতু ওয়াল আম্বিয়া ফিল কুরআন ওয়াসসুনাহ ১/৯৪]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ কত বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। [বুখারী : ৩৮৫১, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস র.হা.]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ মক্কায় কত বছর ছিলেন ?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ মক্কায় ৫৩ (তেপ্পান্ন) বছর ছিলেন।

[বুখারী : ৩৮৫১, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস র.হা.]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ মদীনায়ে কত বছর ছিলেন?

উত্তর : আমাদের নবীজী ﷺ মদীনায়ে ১০ (দশ) বছর ছিলেন।

[বুখারী : ৩৮৫১, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস র.হা.]

সীরাত

৯ নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সবক : ৫

প্রশ্ন : সর্বশেষ নবী কে ?

উত্তর : সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

[আবুদাউদ : ৪২৫২, সাওবান : ৪২৫২]

প্রশ্ন : আমাদের নবীজী ﷺ এর পরেও কি কোন নবী আসবে ?

উত্তর : আমাদের নবী ﷺ এর পরে কোন নবী আসবে না।

[আবুদাউদ : ৪২৫২, সাওবান : ৪২৫২]

প্রশ্ন : যে সমস্ত লোকের কাছে নবী পাঠানো হয় তাদেরকে কী বলে ?

উত্তর : যে সমস্ত লোকের কাছে নবী পাঠানো হয় তাদেরকে ঐ নবীর উম্মত বলা হয়।

[আল ক্বামুসুলমুহীত : লাফযে উম্মাহ্]

প্রশ্ন : আমরা কোন্ নবীর উম্মত ?

উত্তর : আমরা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত।

১০ দশম মাসে ২০ দিন গড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

সীরাত



৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সহজ দীন]

ইবাদাত
ঈমান-ন
সামাজিকতা
লেন-দেন
আচার-আচরণ

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দ্বীনিয়াত পাঠ্যসূচির মধ্যে ‘সহজ দীন’ অধ্যায় আনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে দ্বীনি তারবীয়তের আলোকে গড়ে তোলা এবং ইবাদাত বন্দীগী ছাড়াও জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম এবং নবীর তরীকা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই হল পূর্ণাঙ্গ দীন। এই বিষয়টিও শিক্ষার্থীদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

- ঈমান বলতে ঐ সমস্ত বিষয়কে বুঝানো হয়, যার উপর প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস রাখা জরুরী। যেমন: আল্লাহ, আসমানী কিতাব, ফেরেশাত, নবী-রাসূল, আখোরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি।
- ইবাদাত বলতে বুঝায়- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি।
- লেনদেন বলতে বুঝায়- ক্রয়-বিক্রয়, কোন জিনিস ভাড়ায় আদান প্রদান করা ও পরস্পরে লেনদেন করা।
- সামাজিকতা বলতে বুঝায়- পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং সামাজিকতা বজায় রাখা।
- আচার-আচরণ বলতে বুঝায় মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণাবলী, যেমন- সৎ হওয়া, সত্যবাদী হওয়া উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি।

ইসলামী তারবিয়াত অধ্যায়ে হিফযে হাদীস পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসগুলোকে সামনে রেখে সবক তৈরী করা হয়েছে। সবক নং ১এর শুরুতে পঞ্চ শাখা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো প্রতিটি সবকের শুরুতে পড়াতে হবে। প্রতিটি সবকে বর্ণিত হাদীসের শিক্ষা ও উপদেশসমূহ শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং উক্ত শিক্ষা ও উপদেশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যেন নিজ জীবন পরিচালনা করে এ ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ইসলামী তারবীয়ত পাঠদান শুরু করার আগে শিক্ষার্থীদেরকে ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার-আচরণ এর সংজ্ঞা মুখস্থ করিয়ে দিবেন।

সহজ দীন



পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সহজ দ্বীন : মহান আল্লাহর আদেশ এবং নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নূরানী তরীকানুযায়ী জীবন যাপন করাকে দ্বীন বলে।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন- দ্বীন (ইসলাম ধর্ম) খুব সহজ।

[শু'আবুল ঈমান : ৩৮৮১, আবু হুরাইরাহ্ র.হ.]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সফলতা দ্বীনের মধ্যেই রেখেছেন। বেচে থাকার জন্য প্রতিটি মানুষের যেমন পানি প্রয়োজন ঠিক তেমনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের জন্য প্রতিটি মানুষের দ্বীন প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য দ্বীন শেখা ও সে অনুযায়ী জীবন যাপন করা অত্যন্ত জরুরি। সবাই যাতে দ্বীনের উপর আমল করতে পারে, সে জন্য আল্লাহপাক দ্বীনকে খুব সহজ ও সরল করে দিয়েছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপর আমল করতে পারে।

দ্বীনের প্রসিদ্ধ পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে- ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা, আচার-আচরণ ইসলামের এই পাঁচটি অধ্যায় যখন আমরা আমাদের জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করব, তখন ইসলামী ভাবধারাই আমাদের জীবন আলোকিত হয়ে উঠবে। যার ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত শান্তি ও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হব। ইনশাআল্লাহ্।



৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সহজ দীন]

ইবাদাত
ঈমা-ন
সামাজিকতা
লেন-দেন
আচার-আচরণ

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের
শান্তি ও সফলতা দ্বীনের উপর চলার মধ্যে নিহিত রেখেছেন।
দ্বীনের প্রসিদ্ধ পাঁচটি শাখা:

১

ঈমান

২

ইবাদাত

৩

লেনদেন

৪

সামাজিকতা

৫

আচার-আচরণ

আল্লাহ এবং তার রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী এই পাঁচটি শাখার উপর
ভিত্তি করে নিজের জীবন পরিচালনাকে দ্বীন বলে।

সবক : ১ হাদীস নং ① ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الْإِيمَانُ يُسْرٌ**

[শু'আবুল ঈমান : ৩৮৮১, আবু হুরাইরাহ রাঃ]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দ্বীন খুব সহজ ও সরল।

- ইসলাম আমাদের দ্বীন (ধর্ম)।
- ইসলাম খুব সহজ ধর্ম।
- প্রতিটি মানুষ ইসলাম ধর্ম মেনে চলতে পারে।

৬

ষষ্ঠ মাসে

২০

দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

সহজ দীন



সবক : ২ হাদীস নং ২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ**

[তিরমিযী : ৪, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নামায জান্নাতের চাবি।

- নামায পড়লে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়।
- নামায পড়লে মহান আল্লাহ্ খুবই সন্তুষ্ট হন।
- নামায পড়লে জান্নাত পাওয়া যায়।

৭	সপ্তম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------

সবক : ৩ হাদীস নং ৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا**

[তিরমিযী : ১৩১৫, আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে প্রতারণা করে সে আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

- প্রতারণা করা খারাপ কাজ।
- কখনও কারো সাথে প্রতারণা করব না।
- প্রতারণা করলে মহান আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

৮	অষ্টম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
---	------------	----	-------------	-------	----------------------	-----------------------



৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সহজ দ্বীন]

ইবাদাত
ঈমান
সামাজিকতা
লেন-দেন
আচার-আচরণ

সবক : ৪ হাদীস নং ⑧ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

[তিরমিযী : ২৬৯৯, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কথা বলার পূর্বে সালাম কর ।

- সালাম করলে পরস্পরের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ।
- কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে প্রথমে সালাম করব ।
- ঘরে অথবা ক্লাসরুমে প্রবেশের সময় সালাম করব ।

৯ নবম মাসে	২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
------------	----------------	-------	-------------------	--------------------

সবক : ৫ হাদীস নং ⑤ আচার-আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

[মুসলিম : ৬৬৩৯, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর সত্যকথা বলা অপরিহার্য ।

- ইসলাম সর্বদা সত্য কথা বলা শিক্ষা দেয় ।
- সত্য বললে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন ।
- সর্বদায় সত্য কথা বলব এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকব ।

১০ দশম মাসে	২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
-------------	----------------	-------	-------------------	--------------------



৫- ভাষা

[আরবি]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দ্বীনিয়াত পাঠ্য সূচিতে আরবী ভাষা অধ্যায়ে গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তু সমূহের নাম, পানাহারের দ্রব্যাদী, ইসলামী দিন ও মাস, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম এবং বিবিধ আরবী শব্দ আনা হয়েছে।

আরবী ভাষা অধ্যায়টি অন্যান্য বিষয়ের সাথে পড়াবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সকল সহজ শব্দাবলী সমষ্টিগতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিবেন। শব্দের শেষ অক্ষরে সাকিন দিয়ে পড়াবেন। যেমন : سَيِّئًا কে سَيِّئًا পড়াবেন। এবং সেগুলোর অনুশীলনের সময় শব্দের সিরিয়াল পরিবর্তন করে সেগুলোকে আগে পিছে করে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আরবি : আরবের ভাষাকে “আরবি” বলে।

কুরআন : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

[সূরায় ইউসূফ: ২]

অনুবাদ : নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।

আরবি ভাষার সাথে প্রতিটি মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকা উচিত এবং তা শেখার চেষ্টা করা উচিত। কেননা তা ইসলামের ভাষা, কুরআনের ভাষা, আমাদের নবী কারীম ﷺ এর ভাষা এবং জান্নাতীদের ভাষা।



৫- ভাষা

[আরবি]



সবক : ১

গণনা

أَعْدَادٌ



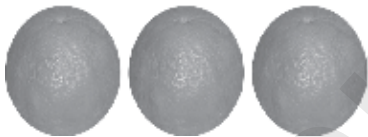
১

وَاحِدٌ



২

إِثْنَانِ



৩

ثَلَاثَةٌ



৪

أَرْبَعَةٌ



৫

خَمْسَةٌ

আরবি



৫- ভাষা

[আরবি]



৬

سِتَّة



৭

سَبْعَة



৮

ثَمَانِيَة



৯

تِسْعَة



১০

عَشْرَة

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

আরবি



৫- ভাষা

[আরবি]



সবক : ২ বিবিধ



জী, হ্যাঁ

نَعَمْ



না

لَا



বাস

حَافِلَةٌ



গাড়ি, কার

سَيَّارَةٌ



অসুস্থ

مَرِيضٌ



বন্দ্যবাদ

شُكْرًا

১

মাসে ১০ দিন পড়ানেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

আরবি



৫- ভাষা

[আরবি]



বিমানবন্দর

مَطَارٌ



পাসপোর্ট

جَوَازٌ



এটা কি?

أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟

পয়সা
কোথায়?

أَيْنَ فُلُوسٌ؟

২ দ্বিতীয় মাসে ১০ দিন পড়াবেন

আরবি



৫- ভাষা

[আরবি]



সবক : ৩ مَا كُؤَلَاتٍ وَمَشْرُؤَبَاتٍ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য



পানি

مَاءٌ



রুটি

خُبْزٌ



আলু

بَطَاطُسٌ



চিনি

سُكَّرٌ



রস

عَصِيرٌ



খেজুর

تَمْرٌ

২

দ্বিতীয়

১০

দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর



৫- ভাষা

[আরবি]



চাল

أُرُزُّ



লবন

مِلْحٌ



ডিম

بَيْضَةٌ



মরিচ, ঝাল

فِلْفِلٌ



তরকারী

إِدَامٌ



গোস্ত

لَحْمٌ

৩ তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

আরবি



৫- ভাষা

[আরবি]



টুপি

قَلَنْسُوَّةٌ



জামা

قَمِيْصٌ



পায়জামা

سَرَوَلَةٌ



ঘড়ি

سَاعَةٌ



মোবাইল

جَوَّالٌ



ব্যাগ

حَقِيْبَةٌ

8

চতুর্থ মাসে

২০

দিন পড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

আরবি



৫- ভাষা

[আরবি]



মাথা

رَأْسٌ



চক্ষু

عَيْنٌ



কান

أُذُنٌ



মুখ

فَمٌ



হাত

يَدٌ



পা

رِجْلٌ

৫

পঞ্চম মাস

২০

দিন গড়াবেন

তারিখ

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

আরবি

তৃতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : এই অক্ষরগুলোর পরিচয় দাও: $\text{قفس، ا، ب، خ، هـ، ض}$ পৃ. ৪৬ بصل، صك، فعل
হিফযে সূরা	: সূরা ফাতেহা মুখস্থ শুন্যও। পৃ. ৭২
হাদীস	দুআ সুন্নাত : পানি পান করার সুন্নাতসমূহ শুন্যও এবং ঘুমানোর পূর্বে এবং ঘুম থেকে ওঠার দুআ শুন্যও। পৃ. ৮০-৮১
আকাইদ	: কালেমায়ে শাহাদাত শুন্যও। পৃ. ৮৮
নামায	: ① ছানা মুখস্থ শুন্যও। পৃ. ৯৩
ইসলামী জ্ঞান	: ① কুরআন কি শিক্ষা দেয়? পৃ. ১১৬ ② মৃত্যুর পর কি দ্বিতীয় বার জীবীত হতে হবে? পৃ. ১১৬
ভাষা	আরবি : চাল, লবন, ডিম, গোস্তুকে আরবীতে কি বলে। পৃ. ১৩৭

চতুর্থ মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড়: $\text{لحق، هضم، عدل، فيه، ليس، ث، ح، ض، ف، ع، بَر، حَج، وَدَع، سَك، فَطَر}$ পৃ. ১৩৭
হিফযে সূরা	: সূরা লাহাবের তিন আয়াত মুখস্থ শুন্যও। পৃ. ৭৩
হাদীস	দুআ সুন্নাত : বাইতুল খালা (বাথরুম) যাওয়ার আগে আর বের হওয়ার পরের দুআ শুন্যও। পৃ. ৮১-৮২
আকাইদ	: কালিমায়ে শাহাদাত অর্থসহ শুন্যও। পৃ. ৮৮
নামায	: তাশাহহুদ মুখস্থ শুন্যও। পৃ. ৯৩
ইসলামী জ্ঞান	: বিখ্যাত মুখস্থ ক'জন ও তাদের নাম কি? পৃ. ১১৭
ভাষা	আরবি : টুপি, জামা, পাইজামা ও ঘড়ি কে আরবীতে কি বলে। পৃ. ১৩৮



প্রশ্নাবলী

পঞ্চম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়: পৃ. ৫২	صُحُفٌ، قُدِرَ، نَصَرَ، حُلٌ، رَتٍ، لَيْكَ، حَطَفَ، سَجَرَ، عَشِيٍّ
	হিফযে সূরা	: সূরা লাহাব ও সূরায়ে ইখলাস মুখস্থ শুন। পৃ. ৭৩
হাদীস	দু'আ-সুন্নাত	কোন নিয়ামত পেলে কি পড়া উচিত? কোন : মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে কি বলবে? সমস্ত ভালো কাজ শুরু করার সময় কি পড়া উচিত? পৃ. ৮২-৮৩
	আকাইদ	: কালেমায়ে তায়্যিবা, কালেমায়ে শাহাদাত অর্থসহ শুন। পৃ. ৮৮
ইসলামী জ্ঞান	নামায	: তাশাহহুদ মুখস্থ শুন। পৃ. ৯৩
	ইসলামী জ্ঞান	① ইসলামের ভিত্তি কয়টি জিনিসের উপর? ② কোন : মাসের রোযা ফরয? ③ ইসলামে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত কোনটি? পৃ. ১১৭
ভাষা	আরবি	: মাথা, কান, মুখ, নাক এবং পা-কে আরবীতে কি বলে। পৃ. ১৩৯

ষষ্ঠ মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়দাহ্ : নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুন। পৃ. ৫৭	وَيَرْثُ، شَجَرَةً، أَعْطَاكَ، نَفْعًا، كَجِ، طِفْلٍ، يُغْفَرُ، يُبْعَثُ، أَدْخُلُ، قُلْتُمْ
	হিফযে সূরা	: সূরা ফালাক মুখস্থ শুন। পৃ. ৭৪
হাদীস	হিফযে হাদীস	: হাদীস নং ১ মুখস্থ শুন। পৃ. ৮৫
	আসমাউল হুসনা	: এক থেকে তিন পর্যন্ত আসমাউল হুসনা শুন। পৃ. ১০৫
ইসলামী জ্ঞান	মাসাইল	: গোসলের ফরয কয়টি ও কি কি? পৃ. ১১০
	সীরাত	① নবী কাকে বলে? : ② আমাদের নবী ﷺ এর নাম কি? পৃ. ১২১
ভাষা	আরবি	: বিগত মাস সমূহের পূর্ণঃরাব্দি। পৃ. ১৩২



সপ্তম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাও: নূরানী কায়দাহ্ : পৃ. ৫৬
	جُنتَ، يُؤْتِكُمْ، شَارِبَ، جَاهِدَ، فِي، غِيٍّ، أَرِنِي، دَعَائِلَ -
হিফযে সূরা	: সূরা নাস মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৭৪
হাদীস	: হাদীস নং ২ মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৮৫
আসমাউল হুসনা	আসমাউল হুসনা : চার থেকে ছয় পর্যন্ত আসমাউল হুসনা মুখস্থ শুনাও । পৃ. ১০৫
	মাসাইল : উযূর ফরয কয়টি ও কি কি? পৃ. ১১০
সীরাত	: আমাদের নবী ﷺ এর পিতা-মাতার নাম কি ? পৃ. ১২২
ভাষা	আরবি : বিগত মাস সমূহের পূর্ণঃরাব্বতি । পৃ. ১৩৭

অষ্টম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাও: নূরানী কায়দাহ্ : পৃ. ৫৯
	نُوحٌ، يَقُومُ، تَبَائِلُ، طَاغُوتَ، كَلَامَ، رِيحَ، أَبَوَاهُ، كَتَبَ -
হিফযে সূরা	: তা'আউজ ও তাসমিয়াহ্ এবং সূরা ফাতেহা মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৭৫
হাদীস	: হাদীস নং ৩ মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৮৫
আসমাউল হুসনা	আসমাউল হুসনা : সাত থেকে নয় পর্যন্ত আসমাউল হুসনা মুখস্থ শুনাও । পৃ. ১০৬
	মাসাইল : প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিন রাতে কতওয়াজ নামায ফরয এবং সেগুলো কি কি? পৃ. ১১১
সীরাত	① আমাদের নবী ﷺ এর ক'জন পুত্র সন্তান ছিল? পৃ. ১২৩
	② আমাদের নবী ﷺ এর কয়জন কন্যা সন্তান ছিল? পৃ. ১২৩
ভাষা	আরবি : বিগত মাস সমূহের পূর্ণঃরাব্বতি । পৃ. ১৩৮



প্রশ্নাবলী

নবম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাও: নূরানী কায়দাহ্ : পৃ. ৬১
	رُسُلِهِ، يَبَيِّنُهُ، غَاوْنَ، بَتَأْوِيلِهِ، دَاوُدَ، قَرِيبُهُ -
হিফযে সূরা	: সূরা লাহাব ও সূরা ইখলাস মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৭৩
হাদীস	হিফযে হাদীস : হাদীস নং ৪ মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৮৬
আসমাউল হুসনা আসমাউল হুসনা	আসমাউল হুসনা : দশ থেকে বার পর্যন্ত আসমাউল হুসনা মুখস্থ শুনাও । পৃ. ১০৬
	মাসাইল : পাঁচ ওয়াজ্ব নামায়ের প্রতিটির রাকাত সংখ্যা বল ? পৃ. ১১১
ইসলাহী তারবিয়্যাত	সীরাত : আরবের লোকেরা আমাদের নবী ﷺ কে কি বলে ডাকতেন ? পৃ. ১২৪
ভাষা	আরবি : বিগত মাস সমূহের পূর্ণঃরাব্বিত্তি । পৃ. ১৩৯

দশম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাও: নূরানী কায়দাহ্ : পৃ. ৬৭
	سُلَيْمِينَ، يَسْتَوْفُونَ، عَيْنِينَ، جَاءَ، دُرٍّ، ثُنُ، جُنْ -
হিফযে সূরা	: সূরা ফালাক ও সূরা নাস মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৭৪
হাদীস	হিফযে হাদীস : হাদীস নং ৫ মুখস্থ শুনাও । পৃ. ৮৬
আসমাউল হুসনা আসমাউল হুসনা	আসমাউল হুসনা : ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত আসমাউল হুসনা মুখস্থ শুনাও । পৃ. ১০৭
	মাসাইল : নামায়ের শর্ত কয়টি ও কি কি? পৃ. ১১২
ইসলাহী তারবিয়্যাত	① সর্বশেষ নবী কে? পৃ. ১২৫
	সীরাত : ② আমাদের নবী ﷺ এর পর আর কোন নবী আসবেন কি না ? পৃ. ১২৫
ভাষা	আরবি : বিগত মাস সমূহের পূর্ণঃরাব্বিত্তি । পৃ. ১৩৯



নামাযের তালিকা

জানুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই

মার্চ

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

অভিভাবকের
স্বাক্ষর

শিক্ষকের
স্বাক্ষর

○ শিক্ষার্থীরা যদি নামায পড়ে নেয়, চাই তা জামাতের সাথে হোক অথবা জামাত ছাড়া, সময় মত পড়ুক অথবা ক্বাযা, সর্বাবস্থায় এই ☒ চিহ্ন লাগাবেন মাস শেষ হওয়ার পর প্রথমে অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন। অতপর উস্তাদ স্বাক্ষর করবেন।
নামায চার্ট গুরুত্বের সাথে সঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে কি না উস্তাদ তার খোজ খবর রাখবেন।



নামাযের তালিকা

জুলাই

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

আগস্ট

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর



মাসিক উপস্থিতি / অনুপস্থিতির তালিকা

মাস	মোট শিক্ষার দিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	মাসিক বেতন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
জানুয়ারী						
ফেব্রুয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগস্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						



দীনীয়াত শিক্ষা উপকরণ

নোট বুক

দীনীয়াত শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- ▶ শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু-কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ-মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দীন পৌছানোর চেষ্টা করা।
- ▶ মুসলিম বাচ্চাদেরকে বিগ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও মৌলিক দ্বীন শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারের আদলে গড়ে তুলার।
- ▶ প্রতিটি মুসলিম এলাকা এবং মসজিদে দ্বীনীয়াতের আদর্শ মাক্তাব প্রতিষ্ঠা করা।
- ▶ মাক্তাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করা এবং তাদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা বিস্তার করা।
- ▶ অল্প সময়ে একাধিক মুসলিম বাচ্চাকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কিডারগার্টেন ও স্কুলে দ্বীনীয়াত কোর্স চালু করা।
- ▶ Electronics & Print Media-এর মাধ্যমে দ্বীন ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা।
- ▶ প্রতিটি বস্তি, পথশিশু ও বঞ্চিতদের কাছে কুরআনের তালিম পৌছানোর চেষ্টা করা।
- ▶ সর্বপরি মক্তব শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুপাতে সংস্কার, আধুনিকায়ন, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষা পৌছে দেওয়াই দ্বীনীয়াতের উদ্দেশ্য।